RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, ১৫ সংখ্যা:, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৮ জুলাই - ১০ আগস্ট, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 27, Issue: 15, Cooch Behar, Friday, 28 July - 10 August, 2023, Pages: 8, Rs. 3

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কোচবিহার

পার্থ নিয়োগী: প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত হয়ে উঠল কোচবিহার। কোচবিহার শহর সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বর্ষায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সৃষ্টি হয় বন্যা পরিস্থিতি। ভুটান পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টির ফলে জেলার নদীগুলি ফুঁসছে। রায়ডাক ও মানসাই নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়। কোচবিহারের চান্দামারির জগরঝুড়িতে মানসাই নদীতে মাটির পাড় বাঁধ ভেঙ্গে কয়েকটি গ্রাম জলমগ্ন হয়ে যায়। কোচবিহার-১ নং ব্লকের তোর্ষা লাগোয়া অনেক গ্রামে জল ঢুকে যায়। বলরামপুরে কালজানী নদীর জল অনেক বাড়িতে ঢুকে যায়। মোয়ামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা হয়েছে মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ির ফকতেরচরে। এখানকার ২০ টি বাড়ি তিস্তার জলে ভেসে গেছে। মেখলিগঞ্জ ব্লক প্রশাসন এবং বিএসএফের তরফে এখানকার বাসিন্দাদের জন্য অস্থায়ী আবাস ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। কোচবিহার-১ নং ব্লকের মত ২ নং ব্লকের কালপানি, চাপাগুড়ি, মধুপুর, রাজারহাট, টাকাগাছের এক বিস্তীর্ণ এলাকাও তোর্ষার জলে জলমগ্ন হয়ে যায়। শহর সংলগ্ন ফাসিরঘাটেও বেশকিছু বাড়ি জলে ডুবে যায়। ক্ষতি হয় ফসলেরও। বিভিন্ন এলাকার রাস্তার পিচের আবরণ প্রবল বর্ষায় উঠে গিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

বনমহোৎসব পালন করা হল কোচবিহারে

পার্থ নিয়োগী: সারা রাজ্যের সাথে কোচবিহারেও পালন করা হল বনমহোৎসব। এই উপলক্ষে গত ১৮ জুলাই বন দপ্তরের তরফে কোচবিহার শালবাগানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পুলিশ সুপার সুমিত কুমার সহ বন দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক। বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি একটি সচেতনতামূলক ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয় এই অনুষ্ঠান থেকে। এবার কোচবিহার জেলায় ২৫০ হেক্টর জমিতে নতুন করে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কোচবিহার সদর মহকুমার ২ নং ব্লকের পাতলাখাওয়া হাইস্কুলে সেনা জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে বনমহোৎসব পালন করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়কামাত সুকান্ত এমএসকে মাঠেও বনমহোৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এখানে একটি শোভাযাত্রারও আয়োজন করা হয়। ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কের দু'পাশে গাছ লাগানো হয়। এই অনুষ্ঠানে ডিএফও অ্যাঞ্জেলা পি ভুটিয়া, এডিএফও বিজন কুমার নাথ সহ বন দপ্তরের ও বিএসএফের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে ১২-এ রাজ্য সড়কের ইচ্ছাগঞ্জ মোড় থেকে গোপালেরহাট পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটার রাস্তার দু'ধারে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। তুফানগঞ্জের মহিষকুচি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাগলিরকুঠি গ্রামেও পালিত হয় বনমহোৎসব। রসিকবিল এবং আটিয়ামোচড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পড়ুয়ারা এদিনের বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। কোচবিহার এনএন পার্কে রাজ্য বন দপ্তর আয়োজিত বনমহোৎসবকে কেন্দ্র করে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের তরফেও বনমহোৎসবের আয়োজন করা হয়।

নির্যাতিতা নাবালিকার সঙ্গে দেখা করলেন রাহুল সিনহা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার-২ নম্বর ব্লকের খাপাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অসুস্থ নাবালিকার সঙ্গে আজ দেখা করলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। গত ১৮-ই জুলাই স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে কিছু দুষ্কৃতী ওই নাবালিকা ছাত্রীকে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার দুদিন পর কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ওই নাবালিকাকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়। ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বর্তমানে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ওই নাবালিকার চিকিৎসা চলছে। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা আজ ওই ধর্ষিতা নাবালিকার সঙ্গে দেখা করতে যান এবং তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন। পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে সমস্ত বিজেপি কর্মীরা আহত হয়েছে এবং নিহত হয়েছে সেই সমস্ত বিজেপি কর্মী এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাহুল সিনহা।

সার্বিক উন্নয়ন সহ সংসদে পৃথক রাজ্যের দাবির আওয়াজ তুলবেন অনন্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সাংসদ হিসেবে কোচবিহার জেলায় সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে পার্লামেন্টে আওয়াজ তুলবেন অনন্ত মহারাজ। আজ নিউ কোচবিহার স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে এমনই বার্তা দিলেন অনন্ত মহারাজ। অনন্ত মহারাজ দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে কোচবিহারকে পৃথক রাজ্যের দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলনের পর বিজেপির দেওয়া টিকিটে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর পৃথক রাজ্যের দাবির এই আন্দোলন থমকে যাবে বলেই মনে করেছিল রাজনৈতিক মহল। কিন্তু আজ কোচবিহারে ফিরেই অনন্ত মহারাজ যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন, তার এই প্রতিক্রিয়ায় পরিষ্কার রাজ্যসভার সংসদ হলেও তার আন্দোলন থেকে সরে যাচ্ছেন না অনন্ত মহারাজ।

কোচবিহারে আসা বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমকে কটাক্ষ পার্থর

পার্থ নিয়োগী: নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বারংবার রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়েছে কোচবিহার। রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহত ও আহত সেই সমস্ত বিজেপি কর্মী এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে কোচবিহারে এসেছিল বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রবিশংকর প্রসাদের নেতৃত্বে এই ফ্যাট ফাইন্ডিং টিম কোচবিহারে এসে মৃত বিজেপি কর্মী জয়ন্ত বর্মনের স্ত্রী সহ দিনহাটার কালমাটি এলাকায় গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে। একইসঙ্গে কোচবিহারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকা বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা। একইসঙ্গে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেয় এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির সদস্যরা। যদিও বিজেপির এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমকে কটাক্ষ করে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থ প্রতিম রায়। তিনি বলেন, বিজেপির এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি নিয়ে কিছু বলার নেই আমাদের। তবে ২০২১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত বিজেপির এই কমিটি বহুবার বাংলায় এসেছে বিধানসভা আর পঞ্চায়েত ভোটের লজ্জা ঢাকতে। বাংলাকে ছোট করে দেখাতেই তাদের এই চক্রান্ত। আমি অনুরোধ করব তাদের মনিপুর যেতে। সম্প্রদায় গত লড়াইতে মনিপুর জ্বলছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী কেউই বিজেপির ডবল ইঞ্জিন শাসিত মনিপুরে নিরাপদ নেই।

গ্রেফতার বিজেপির দাপুটে নেতা অজয় রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটা থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার বিজেপি দিনহাটা শহর মন্ডল সভাপতি তথা দাপুটে বিজেপি নেতা অজয় রায় ওরফে বুড়া। জানা গেছে শুক্রবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোচবিহার জেলা পুলিশের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ অজয় রায়কে বক্সিরহাট থানা এলাকার আসাম বাংলা সীমান্ত জোড়াই মোড় থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পরেই তাকে নিয়ে আসা হয় দিনহাটা থানায়। গ্রেফতারের বিষয়ে এদিন রাত আনুমানিক দশটা ৫৮ মিনিট নাগাদ কোচবিহার জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে অজয় রায়ের নামে দুইটি ক্রিমিনাল কেসের এফআইআরে নাম থাকায় এদিন তাকে গ্রেফতার করা হয়। ইতিমধ্যে এই বিজেপি নেতার গ্রেফতারের খবরকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় দিনহাটা সহ গোটা কোচবিহার জেলার রাজনৈতিক মহলে।

দিনহাটা থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার বিজেপি নেতাকে আদালতে পাঠায় পুলিশ। শনিবার দুপুরে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে অজয় রায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। তবে এখনো সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগে অজয়কে গ্রেফতার করা হয়েছে, এখনো জানা যায়নি। তবে জেলা পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে তার বিরুদ্ধে দুটি ক্রিমিনাল কেস রয়েছে।

উল্লেখ্য একসময় তৃণমূলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নেতা ছিলেন অজয় রায়। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে, বিশেষ করে বর্তমান রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ার কারণে তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি দলে যোগ দেন। ইতিমধ্যেই তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে বেশ কিছু অভিযোগ ওঠে। দিনহাটা শহরে মন্ত্রী উদয়ন গুহের উপর হামলা ছাড়াও পঞ্চায়েত ভোটের আগের দিন রাতে দিনহাটা হাইস্কুলে ডিসিআরসির স্ট্রংরুমে বিডিওর সঙ্গে প্রবেশসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে টানা ৫ বার জয়ের রেকর্ড নকুল চন্দ্র বর্মনের

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার শহর সংলগ্ন চকচকা গ্রাম পঞ্চায়েত জেলার অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চায়েত। জেলার একমাত্র শিল্পতালুকটি এই পঞ্চায়েতেই অবস্থিত। আর এমনই গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের থেকে টানা পাঁচবার তৃণমূলের হয়ে জিতে আসছেন নকুল চন্দ্র বর্মন। তৃণমূলের সৃষ্টির দিন থেকেই তৃণমূল করেন তিনি। সে সময় তৃণমূলের হয়ে দাড়াবার মত লোক খুব কমই ছিল এই গ্রামে। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন নকুলবাবু। দলের হয়ে ১৯৯৮ সাল থেকেই নিয়মিতভাবে তিনি প্রার্থী হয়ে আসছেন এই গ্রামে। মিশুকে ভালো মানুষ বলে পরিচিত নকুলবাবুকে তাই কোনোবার নিরাশ হতে হয়নি। তার ব্যতিক্রম হয়নি এবারেও। চকচকা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩/২৬৫ পার্ট থেকে এবারেও বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন তিনি। তার এই টানা জয়লাভের সাফল্যের কারণ কি? জিজ্ঞেস করতেই হেসে নকুলবাবু বললেন সারা বছর মানুষের পাশে থাকা, দলের প্রতি আনুগত্য আর সর্বোপরি রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড এলাকার মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়াই তার সাফল্যের কারণ। তবে তিনি দলের হয়ে এবার প্রধান পদপ্রার্থী? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চকচকার এক তৃণমূল কর্মী বললেন দলের দুর্দিনের সাথী জনপ্রিয় স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মানুষ নকুলবাবু প্রধান হোক এটা দলের অনেকেরই ইচ্ছে। কিন্তু নকুলবাবু এই নিয়ে ভাবতে নারাজ। তিনি বললেন, 'দলের অনুগত সৈনিক আমি প্রথম দিন থেকে তাই দল যা বলবে তা মাথা পেতে নেব'। তবে চকচকা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কে হচ্ছেন? এ নিয়ে জেলাস্তরের কোনো নেতাই মুখ খুলতে নারাজ। তবে নাম না লেখার শর্তের জেলা স্তরের এক তৃণমূল নেতার কথা দলের স্বার্থেই নকুলবাবুর মত দুর্দিনের মানুষকে প্রধান করলে সেটা হবে খুবই ভাল পদক্ষেপ'।

মদনমোহন ঠাকুরকে পূজো দিলেন অনন্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজ্যসভার সাংসদ হবার পর প্রথম মদনমোহন বাড়িতে পুজো দিলেন অনন্ত মহারাজ ওরফে নগেন রায়। পুজো দিয়ে তিনি জানান, আমি আমার পূর্বপুরুষের মন্দির মা ভবানী মা কালী, মা চন্ডী এবং মদন ঠাকুরকে পুজো দিয়ে সমগ্র রাজ্যের মানুষের মঙ্গল কামনা করলাম। এরপর তিনি বলেন, আমি সংসদ হয়ে সমস্ত এলাকাটি পরিদর্শন করব মানুষের জন্য যখন যা বলবে সবই উচ্চকক্ষে জানাবো। তবে এখানেও তিনি আলাদা রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রস্তাব উচ্চকক্ষের জানাবেন কিনা সেই বিষয়ে তিনি বলেন যা বলার উচ্চ কক্ষে বলবো।

ব্যালটে সাক্ষর নেই প্রিসাইডিং অফিসারের

পুনরায় নির্বাচন অথবা পুনঃগণনার দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মাত্র ৮ ভোটে হেরেছেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে অথচ ওই বুথের ১৩৯ টি ব্যালটে সাক্ষর নেই প্রিসাইডিং অফিসারের। প্রিসাইডিং অফিসারের সাক্ষর ছাড়া বাতিল হওয়া ১৩৯ টি ব্যালটের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে ৯৪ টি ভোট। আর সেইজন্যই সাংবাদিক সম্মেলন করে পুনরায় নির্বাচন অথবা পুনঃগণনার দাবি জানালেন দিনহাটা-১ নং ব্লকের ভিলেজ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭/২৮০ নম্বর বুথের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুল মজিদ। তার দাবি যদি প্রিসাইডিং অফিসার ওই ব্যালটগুলোতে সই করতেন তাহলে একটি ভোটও বাতিল হতো না এবং নির্বাচনে তিনি জয়ী হতেন। তিনি জানান ইতিমধ্যেই তিনি এই ব্যাপারে দিনহাটা-১ নং ব্লক বিডিও এবং দিনহাটা মহাকুমার শাসককে অভিযোগ জানিয়েছেন। তিনি আরো জানান মহকুমা শাসক এবং বিডিও যদি সঠিক পদক্ষেপ না নেন তাহলে প্রয়োজনে তিনি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হবেন।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: বৃষ্টিতে ভেঙে গিয়েছে কালভার্ট। দ্রুত মেরামতের দাবি জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের হুদুগছ এলাকার বাসিন্দাদের। চরম সমস্যায় স্কুল পড়ুয়া থেকে নিত্যযাত্রী এবং এলাকাবাসীরা। অতি বৃষ্টির ফলে ভেঙেছে কালভার্ট। গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে বন্ধ। প্রশাসনের কর্তারা এসে দেখে গেলেও কোনো সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। এক প্রকার এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বলা যেতে পারে। স্কুল খোলা রয়েছে কিন্তু পড়ুয়ারা রাস্তাঘাটে খেলাধুলা করছে। জিজ্ঞাসা করতে তাদের মুখে একটাই শব্দ স্কুলেতো যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে কিন্তু যাব কোন দিক দিয়ে? রাস্তা তো বন্ধ। এলাকাবাসীরা জানান, কালভার্ট ভেঙ্গে যাওয়ায় আমরা বাজারঘাট করতে পারছি না। ফলে রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া, হাট-বাজারের সমস্যা হচ্ছে। আজ প্রায় দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও কোনো ব্যবস্থা করেনি প্রশাসন বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হতে হচ্ছে। গ্রামের কিছু মানুষ দু-তিনটি বাঁশ দিয়ে কোনোমতে এপার-ওপার যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছে ঠিকই কিন্তু সেদিক যেতে গেলেই বারবার পড়ে যেতে হয় জলের মধ্যে। ইতিমধ্যে বেশ কিছুজন জলে পড়েও গিয়েছে। জানি না কবে এই ব্রিজের সুব্যবস্থা হবে। বিডিও, ডিএম এমনকি মন্ত্রী এসেও দেখে গিয়েছে এই ব্রিজের পরিস্থিতি। কিন্তু তারা কি করবে আদৌ কালভার্ট? তৈরি হবে কি না তা বোঝা মুশকিল। কতদিন যে আমাদের এভাবেই চলতে হবে সেটাও জানি না। ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে না। মাঠে-ঘাটে খেলাধূলা করছে তাদেরও তো ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে হদুগছ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক জানান, কালভার্ট ভেঙ্গে যাওয়ায় সেখানকার ১০-১২ জন শিশু স্কুলে আসতে পারছে না ফলে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে। কোভিডের কারণে বেশ কিছুদিন ছিল স্কুল বন্ধ। এরপরও স্কুল চালু হলেও একের পর এক সমস্যার কারণে স্কুলের ছুটি রয়েছে কিন্তু এরই মধ্যে আবার যদি এই শিশুরা কালভার্টের কারণে স্কুলে না আসতে পারে তাহলে এদের ভবিষ্যৎ দিন দিন অন্ধকারের দিকে চলে যাবে। প্রশাসনের কাছে আমি নিবেদন করছি যে যাতে তাড়াতাড়ি এই কালভার্টের বিকল্প ব্যবস্থা করে। যাতে শিশুরা পুনরায় স্কুলে আসতে পারে। রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় টেলিফোনে জানান, ইতিমধ্যেই বিডিও বিষয়টি দেখছেন। তিনিও খুব শীঘ্রই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন।

মাদক সেবনে মৃত্যু সাদিয়ালেরকুঠির এক যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: অতিরিক্ত মাদক সেবনে মৃত্যু সাদিয়ালেরকুঠির এক যুবকের,ঘটনায় চাঞ্চল্য।ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় চৌধুরীহাট সাদিয়ালেরকুঠি এলাকার আনুমানিক বছর ২৭এর নয়ন মোদক নামের এক যুবকের বাড়ির নিজের শোবার ঘরেই তার অচৈতন্য দেহ উদ্ধার হয়। শনিবার সন্ধ্যা আনুমানিক ছয়টা নাগাদ পরিবারের সদস্যরা দেখতে পায় অচৈতন্য অবস্থায় ওই যুবক নিজের শোবার ঘরে পরে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ পরিবারের সদস্যরা ওই যুবককে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে। এরপর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পরিবারের সদস্যরা জানান ওই যুবক দীর্ঘদিন থেকে অতিরিক্ত মাদক সেবন করতো। খবর পেয়ে এদিন রাত আনুমানিক নয়টা নাগাদ বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছায় সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে পরিবারের সদস্যদের বক্তব্যের ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

স্কুল খোলার দাবিতে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ ছাত্র-ছাত্রীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বক্সিরহাট: পঞ্চায়েত ভোট মিটলেও বিদ্যালয়ে রয়েছে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা। এর ফলে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন বন্ধ রয়েছে। অবিলম্বে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন চালুর দাবিতে শালবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো ছাত্র-ছাত্রীরা। পথ অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা কাঠের গুড়ি ও সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল ফেলে পথ অবরোধ করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ। পুলিশ ছাত্র-ছাত্রীদের পথ অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য বললেও ছাত্র- ছাত্রীরা পথ অবরোধে অনড় থাকে। পথ অবরোধে সামিল হওয়া দশম শ্রেণীর ছাত্রী সাবিনা পারভীন বলেন, ভোট হয়ে যাওয়া ও গণনা হয়ে গেলেও আমাদের বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা রয়েছেন। এর ফলে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন বন্ধ রয়েছে। এর ফলে আমাদের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। আমরা চাই অবিলম্বে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন চালু হোক। শেষমেষ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আশ্বাসে পথ অবরোধ তুলে নেন ছাত্র- ছাত্রীরা। শালবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের (উচ্চ বিদ্যালয়) প্রধান শিক্ষক অনুপম রায় কোঙার বলেন, আমার সাথে তুফানগঞ্জ-২ নং ব্লকের বিডিওর সাথে কথা হয়েছে। তিনি আমাকে বলেছেন আগামী ২৬ জুলাই কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা চলে যাবেন। আগামী ২৭ জুলাই ফের বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন চালু হবে।

প্রয়াত ধূপগুড়ির বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: শেষ বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হলেও অবশেষে জীবন যুদ্ধের লড়াইয়ে হেরে গেলেন ধূপগুড়ির বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা বিষ্ণুপদ রায়। ভোর রাতে এসএসকেএম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সকাল সাতটায় চিকিৎসকদের তরফে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য বিধানসভার বাদল অধিবেশন ও বিজেপির স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে গত শনিবার ধূপগুড়ি থেকে কলকাতার উদ্দেশ্য বের হন ধূপগুড়ির বিধায়ক। এরপর কলকাতায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তড়িঘড়ি তাকে ভর্তি করা হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। দলীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকালেই কলকাতায় পৌছে গিয়েছিলেন ধূপগুড়ির বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়। রবিবার দলের তরফে স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেই বৈঠকেই যোগ দিতে যাবার আগেই শারীরিক অসুস্থতা বোধ করেন বিধায়ক। তার বুকে প্রচন্ড ব্যথা শুরু হয়। তড়িঘড়ি তার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার ডান দিকের ফুসফুসে সংক্রমণের জন্য তার অস্ত্রোপচারও করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৬২ বছর। তার পরিবারে রয়েছে এক ছেলে, এক মেয়ে এবং স্ত্রী। বিধায়কের মৃত্যুতে দলের অপূরনীয় ক্ষতি হয়ে গেল বলে দাবি ধূপগুড়ির পশ্চিম বিজেপি নেতৃত্বের। ধূপগুড়ি পশ্চিম মন্ডল সভাপতি কমলেশ সিংহ রায় জানান, আমরা শোকাহত। দলের ক্ষতি হয়ে গেল। এদিকে বিধায়কের দেহ ধূপগুড়ির বাসভবনের নিয়ে আসার প্রস্তুতি সাড়া হচ্ছে বলে জানান বিজেপি নেতারা। এদিন দলের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় ধূপগুড়িতে। ঘটনায় শোকের ছায়া ধূপগুড়ির রাজনৈতিক মহলে।

রাধিকাকে উন্নততর চিকিৎসার আশ্বাস স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: পঞ্চায়েত ভোটের দিন গুলি কাণ্ডে গুরুতর আহত দিনহাটা ভিলেজ-১ বিজেপি কর্মী রাধিকা বর্মনের সাথে দেখা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। এদিন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক রাধিকা বর্মনের বাড়িতে গিয়ে তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন এবং তাকে উন্নততর চিকিৎসার জন্য দিল্লি এইমসে পাঠানোর ব্যবস্থা করার কথা বলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মুখে উন্নত ধরনের চিকিৎসার প্রতিশ্রুতি পেয়ে কার্যত খুশি রাধিকা বর্মনের স্বামী ও রাধিকা বর্মন। এদিন মন্ত্রী জানান, যেহেতু রাধিকা বর্মনের বুকে হৃদপিন্ডের পাশে গুলি লেগেছে তাই তার উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন, পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাকে দিল্লি এইমসে নিয়ে যাওয়া হবে।

উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল দিনহাটা মহকুমার একাধিক এলাকা। বোম, বন্দুক, গুলি থেকে শুরু করে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে আহত হয়েছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনেক কর্মী। আর সেই তালিকায় শেষ সংযোজন হয়েছিল পঞ্চায়েত ভোটের দিন দিনহাটা ভিলেজ-১ বিজেপি কর্মী রাধিকা বর্মনের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা। আর তারপরেই আজ তার বাড়িতে গিয়ে উন্নততর চিকিৎসার প্রতিশ্রুতি দিলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক।

গুলিবিদ্ধ কিশোরের অপারেশন সফল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: গুলিবিদ্ধ কিশোরের অপারেশন হল কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। ১৬ জুলাই দিনহাটার নয়ারহাটে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল এক কিশোর। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ভর্তি করা হয়েছিল দিনহাটা হাসপাতাল থেকে কোচবিহারের বেসরকারি হাসপাতালে। জানা গেছে কিশোরের কিডনি বাদ দিয়ে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। দুই ঘন্টার চেষ্টায় তিনজন চিকিৎসক ও ১৫ জনের টিম এই অপারেশন প্রক্রিয়ায় ছিল। গুলিবিদ্ধ কিশোর এদিন বেসরকারি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন। কিশোরকে ফিরে পেয়ে খুশি পরিবার।

অজয় রায়ের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ভেটাগুড়িতে পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিজেপি শহর মন্ডল সভাপতি অজয় রায়ের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ভেটাগুড়িতে পথ অবরোধ করল বিজেপি নেতৃত্ব। শনিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ ভেটাগুড়ি সবজি বাজার সংলগ্ন এলাকায় দিনহাটা কোচবিহারগামী রাজ্যসড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ কর্মসূচি করে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ গতকাল মিথ্যে অভিযোগের ভিত্তিতে দিনহাটা শহর মন্ডল বিজেপির সভাপতি অজয় রায়কে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেই কারণেই পুলিশ প্রশাসনকে এবং রাজ্য সরকারকে ধিক্কার জানিয়ে এদিন তারা এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। জানা গিয়েছে এদিন প্রায় এক ঘন্টা ধরে পথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করে বিজেপি নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির সম্পাদক জিবেশ বিশ্বাস, সিতাই-৪ নম্বর মন্ডল সভাপতি সুধাংশু মহন্ত ছাড়াও অন্যান্য নেতৃত্ব।

ছাগলের টোপে বন্দি চিতা বাঘ

নিজস্ব সংবাদদাতা,জলপাইগুড়ি: ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা বন্দি হলো চিতা বাঘ। ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ব্লকের ভগৎপুর চা বাগানের ঘটনা। জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরে ভগৎপুর চা বাগানে চিতা বাঘের উপস্থিতি লক্ষ্য করছিলেন চা শ্রমিকরা। আতঙ্ক ছড়িয়েছিল গোটা চা বাগানে। এরপর চিতা বাঘটিকে ধরার জন্য ছাগলের টোপ দিয়ে শ্রমিক মহল্লার কাছে ১৫ নম্বর সেকশনে খাঁচা পাতে বন দপ্তর। খাবারের লোভে শনিবার ভোরে অবশেষে খাঁচাবন্দি হলো পূর্ণ বয়স্ক চিতাবাঘটি। এদিন চিতাবাঘের গর্জন শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। খবর পেয়ে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করার জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা। বনদপ্তর সূত্রে খবর, এদিন উদ্ধার হওয়া পুরুষ চিতা বাঘটিকে সকালেই জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ঝুঁকি নিয়ে গুইসাপের জীবন বাঁচালেন পরিবেশকর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: চার নম্বর ঘুমটি পুরাতন মসজিদ সংলগ্ন এলাকার একটি বাড়ির রান্না ঘরের সিলিংয়ে আটকে আছে একটি গুঁইসাপ রান্নাঘরের টিন ও সিলিংয়ের ফাঁকে আটকে পড়ে গরমে হাঁসফাঁস করছে। দীর্ঘ সময় ধরে আটকে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল গুঁইসাপটি। এদিকে গুঁইসাপের আতংকে বন্ধ রান্না। রান্না ঘর ছেড়ে দৌড়ে পালালেন গৃহকর্তী।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান গ্রীন জলপাইগুড়ি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সভাপতি বিনোদ আগারওয়াল ও সম্পাদক অংকুর দাস। নিজেদের ঝুঁকি নিয়ে গুইসাপটিকে উদ্ধার করেন পরিবেশপ্রেমী অংকুর দাস। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে নিরাপদে ছেড়ে দেন। গ্রীন জলপাইগুড়ি সম্পাদক তথা পরিবেশ প্রেমী অংকুর দাস জানান, গুঁইসাপটিকে বাঁচাতে পেরে ভালো লাগছে। আরো কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে, গুইসাপটি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ওকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ নিয়ে আক্ষেপের সুর মেয়রের গলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: এবার উত্তরবঙ্গ নিয়ে আক্ষেপের সুর খোদ শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের গলায়। উত্তরবঙ্গ মানেই একটু পিছিয়ে পরা মনোভাব। পারফরম্যান্সের মধ্যে দিয়ে নিজেদের জায়গা করতে হয়। এমনটাই বক্তব্য গৌতম দেবের। গৌতম দেবের এই মন্তব্যের পরই রাজনৈতিকমহলে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উত্তরবঙ্গ নিয়ে খোদ রাজ্যের শাসকদলের জনপ্রতিনিধির এই মনোভাবে অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসকদল। এদিন মেয়র বলেন অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয় উত্তরবঙ্গ পিছিয়ে রয়েছে। এ বিষয়ে কলকাতায় সংবাদ মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষও। তিনি বলেন, আমরা সবসময় বলে এসেছি উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত। আজ মেয়র নিজেও এই কথা স্বীকার করে নিলেন।

দিনহাটার গীতালদহে গৃহশিক্ষকের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দিনহাটার গীতালদহে এক গৃহ শিক্ষকের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি।আর এই ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠলো দিনহাটা ১ নং ব্লকের গিতালদহের ভোরাম গ্রাম।অভিযোগ আশরাফুল হক নামের স্থানীয় এক গৃহশিক্ষকের বাড়ির সামনে বোমাবাজি করে দুস্কৃতীরা।বোমা ফাটার আঘাতে ভেঙে চৌচির হয়ে যায় ওই গৃহ শিক্ষকের বাড়ির সামনে রাখা শৌচালায় স্লাব সহ রান্না ঘরের একাধিক জিনিসপত্র। ওই গৃহ শিক্ষক জানান গতকাল রাতে খাবার খেয়ে যখন তারা ঘুমাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় আচমকা বাড়ির সামনে বোমা ফাটার বিকট শব্দ পান তারা এবং সঙ্গে সঙ্গে বোমার ধোঁয়ায় ঘর ভরে যায়। তারপরেই বাইরে বেরিয়ে এলে দেখেন তাদের বাড়ির সামনেই বোমাবাজি হয়েছে। তিনি আরো জানান যেহেতু তিনি গৃহ শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত তাই কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তার পরিবার যুক্ত নন। এদিকে বোমা ফাটার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌছায় গিতালদহ ফাঁড়ির পুলিশ। তবে কে বার করা কেন বোমাবাজি করলো তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে দিনহাটা থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই বোমাবাজির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকাজুড়ে।

সেলিম সহ সিপিআইএমের প্রতিনিধি দলকে "গো ব্যাক" স্লোগান

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: বালাভূতে সিপিএম কর্মীদের বাড়ি, দোকান, ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শুক্রবার বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্ত্রাস কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান সিপিআইএমের একটি প্রতিনিধি দল। উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়। এদিন এলাকা পরিদর্শনের করে ফেরার পথে সিপিএম প্রতিনিধি দলকে ঘিরে ওঠে গো ব্যাক স্লোগান। দেখানো হয় কালো পতাকা। ঘটনাটি ঘটে বলাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বালাভূত এলাকায়। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। তুফানগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। যদিও তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি আফতার আলী ব্যাপারীর দাবি, এর সাথে তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত নয়। সিপিএম নেতৃত্বকে এলাকায় দেখে সাধারণ মানুষ তাঁদের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে।

সেতুর বেহাল দশা থাকায় বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার-১ নং ব্লকের চান্দামারী অঞ্চলের রাজপুর গ্রামে ধরলা নদীর উপর সরকারের ঘাট সেতুটি বেহাল দশা থাকায় সেতুর উপর বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। স্থানীয় গ্রামবাসী কার্তিক বর্মন, দিলীপ বর্মন, মাধব বর্মন, উৎপল বর্মন, শিবেন বিশ্বাস ও বাদল বর্মন সহ আরো অনেকে। এদিন অভিযোগ করে জানান তাদের এই দাবি অনেক দিনের তারা এই সেতুটির সংস্কার চাইছেন, না হলে তারা আরো বড় আন্দোলন করবেন। এদিন গ্রামবাসীরা স্থানীয় ব্লক প্রশাসন সহ দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে-র কাছে তাদের গ্রামের এই সেতুটি যত দ্রুত সম্ভব সংস্কার করার দাবি জানান। গ্রামবাসীরা জানান এই সেতুটির ওপর দিয়ে প্রতিদিন অনেক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সহ গ্রামবাসীরা জীবনের ঝুকি নিয়ে যাতায়াত করে। ব্রিজের কোন রেলিং না থাকায় মাঝে মাঝেই টোটো বাইক উল্টে জলে পড়ে যায় বলে জানান গ্রামবাসীরা। যত দ্রুত সম্ভব প্রশাসনের কাছে নতুন করে সেতুটি সংস্কার চাইছে স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

সম্পাদকীয়

মেঘ রৌদ্রের খেলা

'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি/ আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি'। দীর্ঘদিন বাদে বৃষ্টির পর রোদ আমাদের মুখে হাসি ফোটালেও, কেবল হাসি ফোটাতে পারে না কৃষকের। কারণ তার উভয় সংকট। অতিরিক্ত রোদে ফসল মাঠে শুকিয়ে যায়। আবার অতিরিক্ত বৃষ্টিতেও মাঠের ফসলের পচন ধরে। ফলে ফসলকে রক্ষা করতে কম দামে তা ফড়েদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয় তারা। এতে ফসলের দাম আগুন হয়। আর তার লাভ নেয় ফড়েরা। আর কৃষকেরা তলিয়ে যায় আরও লোকসানের তলে। সামান্য আলু হিমঘরে রাখতে বন্ড পেতে কালঘাম ছোটে কৃষকের। সেখানে অন্যান্য ফসলের কথা না হয় বাদই দিলাম। মুখের কথাতেই রয়ে গেল বহুমুখী হিমঘরের কথা। এবার গ্রীষ্মে প্রচন্ড গরমে ফসল বুনতেই যেখানে সমস্যা হচ্ছিল। তারপর দেরিতে বর্ষা এলেও প্রবল বৃষ্টির ফলে কেবল কোচবিহারেই সবজিতে ৫ কোটি ক্ষতি হয়েছে। বাকি ফসল ধরলে আরও কয়েক কোটি টাকা ক্ষতি বাড়বে। আর বর্ষার তো যেতে এখনও বহু দেরী। এভাবেই আমাদের কৃষকদের দিন কাটে। তাই দীর্ঘ মেঘের পর রোদ উঠলেও তারা থাকে নির্বিকার।

কবিতা

চোখের ভাঁজে আকাশ কাঁদে

.... রাম কুমার বর্মন

স্বপ গুলো বড্ড জ্বালায়, সকাল বিকাল রাতে,
নিশাচরের কর্কশ ক্লেশে, হারিয়েছি মহাস্রোতে।
মানসিক বুনোটের জরাজীর্ণতায়,
সভ্যতার বিদ্রুপ,
ঝলসানো আকাশ ভরসা অমিল,
ঈশ্বরও যেন চুপ।
আগুন মাখা কৃষ্ণ চুড়ায়,
এলো মেলো চেনা পথ,
মৃত্যু ভিক্ষা রাস্তায় লুটিয়ে,
নিয়েছি যে শপথ।
মনের শরীরে মোমের মত, গলতে থাকে রাতে,
রোদন জমেছে বুকের খাঁজে, নীল নির্জন তটে।
স্মৃতি মন্থিত প্রশ্ন ভরা, আকাশ গঙ্গা মাঝে,
সময় কাটে ব্যাথার শোকে,
সকাল বিকাল সাঁঝে।
নিস্ক্রমনের পথটা খুঁজি, বুকের নাভিশ্বাসে,
চোখের ভাঁজে আকাশ কাঁদে,
নিশ্বাসের অবকাশে।
অনন্ত আকুল যন্ত্রণারা, আঘাত হানে ক্রমে,
মরতে বাকি কতটুকু আর,
বেঁচে আছি স্মৃতি ভ্রমে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক ঃ পার্থ নিয়োগী, দেবাশীষ চক্রবর্তী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

বর্ষা সৃজন, বর্ষাই হরণ

..... সোমালী বোস

রোমান্টিক কবি শেলীকে অনুসরণ করে সুনির্দিষ্ট করেই বর্ষাকে বা বর্ষা ঋতুকে বলা যায় বর্ষাই সৃষ্টি- বর্ষাই ধ্বংস। কবি কখনও বর্ষার আগমনে উদাত্ত কণ্ঠে গাইছেন,

"নীল নবঘনে আষাঢ় গানে তিল ঠাঁই
আর নাহিরে, ওগো,
আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে"।

গ্রীষ্মের তাপে জরাজীর্ণ উদ্ভিদ বর্ষার নবীন মেঘের আহ্বানে নাচতে থাকে হেলে দুলে। বহুদিনের প্রতীক্ষিত বারিধারায় রোমাঞ্চিত হয় নগরপল্লীর বৃক্ষরাজি। বাংলার প্রকৃতিরূপ সুসজ্জিত হয় একের পর এক ঋতু পরিবর্তনে। কখনো- শীতের হিম হিম পরশ আর কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকে চারিদিক। কখনো চৈতালি- বৈশাখি রোদ, আর ঝিঁঝি পোকার গুঞ্জনে মুখরিত হয় সারাবেলা। কখনও আবার কাশফুলের শুভ্রতার সাথে একাকার হয়ে মিশে থাকে শরতের সাদা মেঘ। আবার কখনো মেঘ গর্জন ও ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি, সহকারে নৃত্যের তালে তালে আগমন করে বর্ষা। কবির কল্পনায় বর্ষা এখানে,

"বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়ায়ে
ঊর্ধ্বমুখে নরনারী,"

বর্ষায় বাংলার প্রকৃতিতে যোগ হয় এক নতুন মাত্রা। গ্রীষ্ম প্রধান এ দেশে বর্ষার গুরুত্ব অনেকখানি। বর্ষার জলরঙে সিক্ত হয়ে ওঠে ধরণী। ঋতুচক্রের দ্বিতীয় ঋতু হল বর্ষাকাল। বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাসের লেগে শুকনো ধরণীকে সিক্ত করে বর্ষার শুভ আগমন ঘটে। আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুইমাস নিয়ে বর্ষাকাল। যার পুরোটা সময় জুড়েই থাকে ঝরঝর বৃষ্টি ধারার কান জুড়ানো ধ্বনি, আর বাতাসে থাকে ফুলের সুবাস। গুরুদেব আবার রচনা করেছেন,

"মেঘমল্লার রাজে সারা দিনমনে।
বাজে ঝরনার গান।
মন হারাবার আজি বেলা,
পথ ভুলিবার খেলা মন চায়
হৃদয় জড়াতে করে চিরঋণে"

বর্ষার আগমন যেন এক অনন্য প্রতীক্ষার সমাপন। গ্রীষ্মের রোদে যখন প্রকৃতি শুষ্ক প্রায়, মৃতপ্রায়, এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য মানুষ "আল্লা মেঘ দে, পানি দে" বলে গেয়ে ওঠে খরতাপে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কুকুরটির যখন তৃষ্ণায় জিভ ঝুলে যায়, এক পশলা বৃষ্টি তখন নতুন মাত্রায় ছন্দ নিয়ে অবসান ঘটায় সব প্রতীক্ষার। বর্ষার বৃষ্টিভেজা বাতাস শিহরিয়ে দিয়ে যায় প্রকৃতিকে। গ্রীষ্মের তাপে জরাজীর্ণ উদ্ভিদ বর্ষার নবীন মেঘের আহ্বানে নাচতে থাকে হেলেদুলে। নগর-পল্লীর বৃক্ষরাজি ও জীবসমূহ।

কবি তাই গাইছেন, "ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে- আয় গো আয়। কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের ভিজে পাতায়।। ঝিকি ঝিকি করি কাঁপিতেছে বট- ওগো ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট - পথের দু'ধারে শাখে শাখে আজি পাঁখিরা গায়"।।

বর্ষার শহরে ও গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র ফুটে ওঠে। টিনের চালের ঝুমঝুম বৃষ্টির নৃত্যে মুখরিত হয় গ্রামবাংলা। পল্লীর প্রকৃতি বর্ষার অপার সৌন্দর্যে শোভামন্ডিত। পুকুর, খাল, বিল বৃষ্টির জলে টইটম্বুর থাকে। বৃক্ষ রাজির উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে কি যে অনাবিল শোভার সৃষ্টির করে তা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। তবে গ্রামীণ জীবনে বর্ষাকাল ভালোমন্দ দুটো দিকই রয়েছে। বর্ষার জল কৃষিকাজে যেমন সহায়ক আবার অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত চারাগাছ নষ্ট করে দেয়, বন্যায় গ্রামীণ বাড়িঘর, গবাদি পশু সবই ভেসে যায়। শ্রমজীবী মানুষ কাজ হারিয়ে নিঃস্ব ও হয়েছে। তাইতো বর্ষা যেমন সৃজনশীল আবার ধ্বংসকারীও।

অপরদিকে শহরের গৎবাঁধা যান্ত্রিক জীবনে কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলে। শহরের আকাশে বাতাসে উড়ে চলা ধূলোবালিকে অনেকটাই বশ করে বৃষ্টি। এই ঋতু বয়ে আনে শহরে ব্যস্ত জীবনে নির্মল বাতাস। তবে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টি শহরকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়, পথ ঘাট সবই হয় জলমগ্ন। নদ-নদী তার আসল সৌন্দর্য্য খুঁজে পায় এই বর্ষায়।

এই সময় নদ-নদী হয়ে ওঠে পূর্নযৌবনা। নদীর পাড়ের সবুজ ঘাস আরো সবুজ হয়ে ওঠে। নদীর পাড়ের কদম গাছ এতে যোগ করে আরও একমাত্রা তার কদমফুল ফুটিয়ে। এছাড়াও জুই, গন্ধরাজ, কেয়া, হাসনাহেনার গন্ধ এ ঋতুকে বিমোহিত করে তোলে। সব মিলিয়ে প্রকৃতি নতুন রূপ ধারণ করে।

বর্ষাকালে এদেশে হরেক জাতের ফল পাওয়া যায়। এর মধ্যে আম, জাম, পেয়ারা, আমড়া, আতা, বাতাবিলেবু, লটকন উল্লেখ্য। বর্ষা যেমন, প্রকৃতিকে করেছে সজীব তেমনি মানুষের মনকেও করেছে সরস। এর রূপের আকর্ষণে মানবমন হয় উতলা। প্রানোচ্ছল কিশোরীর বৃষ্টিভেজা নিক্কনধনি শোনা যায়। কবি আর বন্ধ করে রাখতে পারেন না তাঁর লেখনী। শিল্পীর সুর আর বাঁধ মানে না। বৃষ্টির সুরে সুরে তাঁর কণ্ঠও মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

প্রাচীন কবি জয়দেব থেকে কবি সাহিত্যিক' সকলেই মুগ্ধ বর্ষার' রূপরঙ্গে। কবিগুরু এখানে বলেছেন -

"মেঘের গায়ে, নূপুর পায়ে, নাচে বরষা
বৃষ্টি কি তার ছন্দ জেনেছে
শ্রাবণ কি তার মন্ত্র বলেছে
দুহাত তুলে কোমল সুরে
ডাকে কুয়াশা ভেজে বরষা"।

কৃষিপ্রধান দেশে বর্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঋতু। বর্ষাকাল নিয়ে আসে অপার সম্ভাবনার বার্তা। নদীর জোয়ারের জল প্রচুর পলি জমায় মাটিতে, যা শস্য শ্যামলা হতে সাহায্য করে ধরণীকে। বর্ষা কৃষকের মুখে হাসি ফোটায়। তবে বর্ষাকাল সব সময় সুফলই দেয় তা মোটেই নয়। খরস্রোতা নদী মাঝে মাঝে লাগামছাড়া হয়ে বাণ ডাকে, ভাসিয়ে নেয় উপকূলের অনেক মানুষের বসতবাড়ি। জলোচ্ছাস, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি বর্ষাকালেই বেশী আঘাত হানে। এর ফল স্বরূপ ফসল নষ্ট, মহামারী নানান দুর্যোগ দেখা যায়। এক্ষেত্রে বর্ষার হরন বা ধ্বংসের রূপটি প্রকাশ পেলেও বর্ষার সৃজন বা সৃষ্টির ক্ষমতাই অধিক বন্দিত হয়।

কৃষি যে দেশের অর্থনীতির ধারক ও বাহক বর্ষা সে দেশে বরাবরই ইতিবাচক প্রভাবই ফেলে। অন্য কোন ঋতুকেই আমরা এতটা গভীরভাবে দেহ, মন ও অনুভূতির সাথে মিলিয়ে নিতে পারি না। অতি বৃষ্টির কারণে বন্যা হওয়ার বিষয়টি বাদ দিলে বর্ষাকাল অবশ্যই আমাদের জন্য আশীর্বাদ।

(লেখিকা পেশায় শিক্ষিকা)

প্রবন্ধ

সিক্সথ সেন্স

..... সুজয় নিয়োগী

প্রথমপর্ব

মেয়েদের সিক্সথ সেন্স নাকি খুবই প্রখর, নিজে সেভাবে কোনদিন তার প্রমাণ পায়নি, তবে মা - মাসিদের বলতে শুনেছে

----বুঝবি, বুঝবি একটু অভিজ্ঞ হলেই বুঝবি, আমাদেরও কেউ বুঝিয়ে দেয়নি রে, ওটা নিজে নিজেই হয়ে যায়। ক'দিন ধরে অহনার কেন জানি মনে হচ্ছে সোহম ওকে সন্দেহ করছে। এটাই কি সিক্সথ সেন্স?

প্রায় কুড়ি বছরের সাংসারিক জীবনে কম ঝড় ঝাপটা যায়নি, সোহম স্কুল সার্ভিস পাশ করে ইটাহারের একটা হাইস্কুলে চাকরি পেয়ে আলিপুরদুয়ার থেকে রায়গঞ্জ চলে আসার পর যদিও ওদের বিয়ে নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি, দুই পরিবারের সহমতেই বিয়েটা হয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের দুবছর পরে সন্তান হচ্ছে না দেখে শ্বশুরবাড়ির নানা টিপ্পনী শুনতে হয়েছে, তখন কিন্তু সোহম সবসময় অহনাকে সাপোর্ট করে গেছে, দুবছর ধরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যখন জানা গেলো সমস্যাটা ওর নয় সোহমের, সোহম মানসিকভাবে ভেঙে পড়লো, নানা নেশায় জড়িয়ে ফেললো নিজেকে। স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দিল, কারও সাথে কথা বিশেষ বলত না, সবসময় কিরকম একটা থম মেরে থাকতো। দু-বাড়ির সকলের সাথে ও সোহমের স্কুলের কলিগদের সাথে পরামর্শ করে শিলিগুড়ির একটা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে রেখে দীর্ঘ ৯ মাস একটা যুদ্ধ চালিয়ে সুস্থ করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু দুজনের পারস্পরিক বিশ্বাসের জায়গাটায় কোনদিনই চিড় ধরেনি।

সোহমকে নানাভাবে বুঝিয়ে আবার লেখালেখিতে ফিরিয়ে আনে। কবিতা ও ছোটগল্প ছিল ওর বিচরণক্ষেত্র। প্রায় তিনবছর একদম বিচ্ছিন্ন ছিল লেখালেখি থেকে। ধীরে ধীরে শুরু করে 'মনকথা' --ষান্মাসিক পত্রিকা। নববর্ষ ও পূজা সংখ্যা। প্রথমদিকে দুই ফর্মা দিয়ে শুরু, তারপর বড় হতে হতে এখন প্রায় ৪০০ পাতা। এই তো সেদিন নববর্ষ সংখ্যা জাঁকজমক ভাবে প্রকাশের পর রাতে শুয়ে সোহমের চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলেছিল

--আমার 'মন' কেমন বড় হয়ে গেলো তাই না? --মানে?

--দুই ফর্মা থেকে বাড়তে বাড়তে আজ ৪০০ পাতার। তড়াক করে উঠে বসলো সোহম

--সত্যিই তো, আমি এভাবে কোনদিন চিন্তাই করিনি।

নিঃসন্তান দম্পতির কাছে 'মনকথা'ই ছিল ওদের ছেলে ও মেয়ে। অহনার ইচ্ছে ছিল ছেলে হলে ছেলের নাম রাখবে 'মন' আর সোহম মেয়ের নাম ভেবে রেখেছিল 'কথা'।

পত্রিকার কি নাম হবে তা নিয়ে যখন সোহম চিন্তা করছিল, একদিন অহনাই ওর কাঁধে মাথা রেখে বলেছিল 'মনকথা' হলে কেমন হয়? আমার 'মন' আর তোমার 'কথা' তোমার পত্রিকার মধ্যেই বেঁচে থাকুক।

সোহম উদাস চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে দেখে জড়িয়ে ধরলো অহনা,

--দেখো একদিন 'মনকথা'ই হবে আমাদের অহংকার।

সত্যিই তাই, আজ রায়গঞ্জের গন্ডি পেরিয়ে শুধু উত্তরবঙ্গ কেন সারা বাংলাতেই সাড়া জাগিয়েছে 'মনকথা'।

এখন সোহমের স্কুল আর অহনার বাড়ির কাজ বাদ দিয়ে আলোচনা, ভালোলাগা, খারাপ লাগা সবকিছুই 'মনকথা'কে ঘিরে, এমনকি আনন্দপাড়ার আত্রেয়ীদের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে যখন কলেজ পাড়ায় বাড়ি করলো তখন বাড়ির নামও রাখলো 'মনকথা'।

(চলবে)

অরণ্যের কথা বলে সঞ্জুর কবিতা

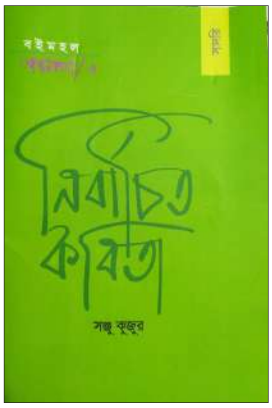

পার্থ নিয়োগী: জ্যোৎস্নার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো বনে/ তারপর কেকা আর হাতির ডাকে কেঁপে উঠলো বন। কবি সঞ্জু কুজুরের কবিতার লাইন পড়লেই গা কাটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু সঞ্জুর কাছে এই চেনা দৃশ্যকে কবিতায় তুলে ধরা খুব সহজ। সে এই লাইনের ভেতর খুঁজে পায় জীবনের চেনা ছবি। কারণ সে অরণ্যের সন্তান। গভীর অরণ্য, বন্যপ্রাণ তার যাপনের সাথী। তাই তিনি লেখেন- এসবই চিত্রনাট্য ঘটবে বনে/আর একটু রাত বাড়লেই। সেইসাথে পাঠকের আগ্রহও বাড়ে বাকি কবিতাকে ঘিরে। বাংলা আর সাদরি দুই ভাষাতেই হওয়ায় সঞ্জুর এই নির্বাচিত কবিতা সংকলন নিয়ে একটু বেশিই আগ্রহ তাই। নিরাশ করেননি তিনি। আর সে জন্যই লিখেছেন 'মোর ই ছাতিমে যে গোলাপ চারা রুইপহো। আর তা নিয়েই স্বপ্ন দেখে তিনি লিখেছেন 'তবুও স্বপ্ন দেখি নির্জন, একাকী একটি সমাধির'। তার এই কাব্যগ্রন্থের সিংহভাগ কবিতাই গাছ, বন, অরণ্য নিয়ে। অরণ্যের কবির কাছ থেকে অরণ্যের কবিতা শোনা এক এক অদ্ভুত রোমাঞ্চের। যা সঞ্জু দেখিয়ে দিয়েছেন এই কাব্যগ্রন্থে। মোট ৭ টি কবিতা বাংলা ও সাদরি দু'ভাষাতেই ঠাই করে নিয়েছে বইটিতে। একই মলাটে দু'ভাষাতে সঞ্জু কুজুরের কবিতা এক বড় পাওনা পাঠকের। বিয়ন্ড হরাইজন থেকে প্রকাশিত এই বইটির জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য প্রমোদ নাথ ও ডঃ পার্থ সাহাকে। কারণ 'আপনকথা' শিরোনামে তাদের সম্পাদনায় এত সুন্দর একটি বাংলা ও সাদরি ভাষার কবিতার বই প্রকাশের জন্য।

মাদক বিরোধী স্বল্প দৈর্ঘ্যের সিনেমা

পার্থ নিয়োগী: মাদক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে বর্তমান সময়ে। নবীন প্রজন্মের অনেকেই আজ মাদকের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। গত ২৬ জুন ছিল আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী ও অবৈধ মাদক পাচার বিরোধী দিবস। এই বিষয়কে সামনে রেখেই এসবি সর্ট ফিল্ম সতর্কতামূলক স্বল্প দৈর্ঘ্যের একটি সিনেমা তৈরি করে। এই সিনেমার গল্পকার মনামী সরকার ও পরিচালক শুভম ভৌমিক।

এদিন সন্ধ্যায় ডিএসপি ক্রাইম কোচবিহার ভানু রাইয়ের হাত দিয়ে মুক্তি পেল এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের সিনেমাটি। কোচবিহার পুলিশের পেজ থেকেও সিনেমাটি আপলোড করা হয়েছে। দাস ব্রাদার্স মোড়ে এক ঘন্টা সিনেমাটি দেখানো হলো। আইসি কোচবিহার কোতয়ালি থানা অমিতাভ দাস সেখানে উপস্থিত থেকে পরিণতি টিমকে উৎসাহিত করেন।

জমে উঠল সৃজন বৈঠক

পার্থ নিয়োগী: ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সৃজন বৈঠক। গত ১৩ জুন বিকেলে কোচবিহার স্টুডেন্ট হেলথ হোমের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল সৃজন বৈঠক। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বরচিত কবিতা পাঠ করে সকলের প্রশংসা আদায় করে নেন আবদুল মতিন আহমেদ। ভ্রমণ নিয়ে বাঙ্গালীর এক অদ্ভুত দুর্বলতা কাজ করে। নিজের আন্দামান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন শিক্ষক তথা প্রাবন্ধিক শৌভিক রায়। নাট্যব্যক্তিত্ব প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ মুখে শোনালেন প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত তার নাট্য জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী। প্রসূনবাবুর কণ্ঠে নাটকের গান ছিল এদিনের অনুষ্ঠানের বড় পাওনা। সঙ্গীতে অনুষ্ঠান মাত করলেন সুবীর দাস। তবলায় এবং পারকাশনে তার সাথে ছিলেন প্রশান্ত বোস ও অরুপ রায়গুপ্ত। এরই ফাঁকে গৌরাঙ্গ সিনহা সম্পাদিত উত্তরভূমিকা পত্রিকার বিশেষ রবীন্দ্র নজরুল সংখ্যার আবরণ উন্মোচন করেন নাট্যব্যক্তিত্ব দীপায়ন ভট্টাচার্য।

জল্পেশ মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ভিড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: রবিবার জল্পেশ মন্দিরে তৃতীয় সপ্তাহে পুণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড়, কিন্তু চ্যানেলের মাধ্যমে জল ঢালাতে সন্তুষ্ট নন পুণ্যার্থীরা। জল্পেশ মন্দিরে সকাল থেকেই পুণ্যার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায় কিন্তু আদালতের নির্দেশে তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই জল ঢালতে হয় চ্যানেলের মাধ্যমে। চ্যানেলের মাধ্যমে সেই জল বাবার মাথায় গিয়ে পড়বে সেই ছবি দেখতে পারবেন পুণ্যার্থীরা জায়ান্ট স্ক্রিনে। এদিন এই উপলক্ষে জল্পেশ মন্দির প্রাঙ্গণের আশেপাশে মেলার ব্যবস্থাও করা হয়। সেই সঙ্গে মন্দির প্রাঙ্গণে নিরাপত্তার দিক লক্ষ রেখে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা ছিল জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। এই চ্যানেলের মাধ্যমে জল ঢালতে মেলায় আসা ব্যবসায়ীরা, সমস্যায় পড়েছেন বলে জানান। তারা বলেন চ্যানেলের মাধ্যমে জল ঢাললে পুণ্যার্থীদের সংখ্যা কমে যাবে বলে মনে করেন, কারণ বাবার দর্শন না পেলে তারা কি করে মন্দিরে আসবেন বা কি করে আমাদের ব্যবসা চলবে। তারা মনে করছেন তাদের এবার ব্যবসা মন্দাই যাবে।

৫০-এ ইন্দ্রায়ুধ

পার্থ নিয়োগী: নিয়মিতভাবে নাট্যচর্চার জন্য কোচবিহারে গড়ে উঠেছিল ইন্দ্রায়ুধ নাট্যদল। ১৯৭৪ সালের ৮ জুন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার রিক্রিয়েশন ক্লাবের হলঘরে আত্মপ্রকাশ করে সংস্থাটি। শক্তিব্রত রায় ও অমিতেশ দত্ত রায়ের মত ব্যক্তিত্বের উৎসাহে বিখ্যাত নাট্য পরিচালক নীরজ বিশ্বাস ও কানন মজুমদারের তত্ত্বাবধানে অঞ্জন রায়, দীপায়ন ভট্টাচার্য, কাজল চন্দ, নির্মাল্য ভট্টাচার্য এর মতন এক ঝাঁক তরুণ মিলে গড়ে তোলে সেই সংস্থা।

নাটকের পাশাপাশি সংগীত, আবৃত্তি, মূকাভিনয়, চিত্রকলা, সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ সহ সক্রিয় ধারাবাহিক সাহিত্যসংস্কৃতি চর্চাকে পাশে নিয়ে স্বতন্ত্র এক নাট্যধারাকে প্রবহমান রেখেছে ইন্দ্রায়ুধ। চলতি বছরে সংস্থা ৫০-এ পা দিল। এজন্য বছরভর উদযাপনের সূচনাপর্বে ৮ জুন সকালে পতাকা উত্তোলনের পর, এক বর্ণময় পথ পরিক্রমায় কোচবিহারের শতাধিক সংস্কৃতিকর্মী শামিল হন। সুবর্ণজয়ন্তীর প্রভাতী পথ পরিক্রমার শেষে পরিবেশিত হল অনুনাটক **"মশামশাই"**। রচনা ও সংগীত - দীপায়ন ভট্টাচার্য এবং নির্দেশনায় ছিলেন অমিত ঘোষ। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলন কোচবিহারে

পার্থ নিয়োগী: পাতাবাহার সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে নাট্য সংঘ প্রেক্ষাগৃহে আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলন হল ২৩ ও ২৪ জুলাই। এ রাজ্যের পাশাপাশি অসম, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের কবিরা এই কবি সম্মেলনে অংশ নেন। বিভিন্ন অঞ্চলের কবিদের লেখা মোট সাতটি বই প্রকাশিত হয়। দেয়ালের চোখ, ছন্দে ছড়ায় প্রাণ যে ভরায়, পঞ্চমী, অচলা, আমি এক নারী, দিগলটারির গপ্পো, অতীত ও ঐতিহ্যে নাটাবাড়ি-প্রথম খণ্ড শীর্ষক বইগুলি প্রকাশ করেন ভারত ও বাংলাদেশের কবি- সাহিত্যিকরা। এদিনের অনুষ্ঠানে বই প্রকাশের পাশাপাশি কবিতা পাঠ, গান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বৃত্তি প্রদান করল দি কোচবিহার ক্ষত্রিয় সোসাইটির

পার্থ নিয়োগী: প্রতিবছরের মত এবারও গুঞ্জবাড়িতে অবস্থিত পঞ্চানন ভবনে দি কোচবিহার ক্ষত্রিয় সোসাইটির উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি রাজবংশী ছাত্র-ছাত্রীদের এককালীন বৃত্তি ও সংবর্ধনা প্রদান করা হল গত ২৩ জুলাই। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল দি কোচবিহার ক্ষত্রিয় সোসাইটির সভাপতি অন্নময়ী অধিকারী। সোসাইটির সম্পাদক শুভদীপ সরকার, পঞ্চানন অনুরাগী রাধাকান্ত বর্মা, দ্য কুচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুল নারায়ণ। ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি ও সংবর্ধনা দেবার পাশাপাশি সোসাইটির তরফে এদিন বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ নরেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। একই সাথে এদিন দি কোচবিহার ক্ষত্রিয় সোসাইটির তরফে কোচবিহার- ১ নং ব্লকের তল্লিগুড়ির এক শিশুকন্যার চিকিৎসার জন্য জন্য দশ হাজার টাকা শিশু কন্যার বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি নাগরিক মঞ্চের

দেবাশিস চক্রবর্তী, কোচবিহার: কালজানির নির্যাতিতা কিশোরীর মৃত্যুতে রীতিমতো সরগরম কোচবিহার জেলা তথা রাজ্য। এই ঘটনায় কার্যত স্তম্ভিত সাধারণ মানুষ। এরই মধ্যে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে মৃতদেহ নিয়ে টানা হ্যাচড়া করারও অভিযোগ ওঠে। এই দৃশ্য দেখে নিন্দার ঝড় ওঠে নাগরিক সমাজে। ১৪ বছরের নাবালিকা কিশোরীকে যৌন নির্যাতনের স্বীকার হতে হয় বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে। নির্যাতিতা সেই কিশোরী জীবন যুদ্ধে লড়াই করে অবশেষে মৃত্যুবরণ করে। সেই দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে কোচবিহারে মৌন মিছিল করে প্রতিবাদী নাগরিক মঞ্চের কর্মকর্তারা। তাদের এই মিছিল কোচবিহার শহীদবাগ মুক্ত মঞ্চের সামনে থেকে শুরু হয়। আন্দোলনকারীদের মধ্যে পেশায় শিক্ষক প্রদীপ ঝাঁ জানান, ধর্ষণের মত এই সামাজিক ব্যাধিকে সমাজ থেকে চিরতরে বিলুপ্ত করতে প্রয়োজন সমস্ত ধরনের মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা এবং প্রত্যেকের মধ্যে সামাজিক ভাবাবেগ সঞ্চার করা। সমাজ কর্মী রাজা বৈদ্য বলেন, প্রতিবাদ আমাদের রক্তে, যে কোন ঘটনার প্রতিবাদে সামিল প্রতিবাদী নাগরিক মঞ্চ। কালজানির ঘটনায় দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি চাই। তাছাড়াও জেলা জুড়ে বিভিন্ন সংগঠন ও ছাত্র-ছাত্রীরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি করে।

সোনির নতুন পার্টি স্পিকার ‘এসআরএস-এক্সভি৮০০’

নতুন দিল্লি: জোরালো ও স্পষ্ট শব্দের জন্য সোনি ইন্ডিয়া লঞ্চ করল নতুন ‘এসআরএস-এক্সভি৮০০’ পার্টি স্পিকার (SRS-XV800 party speaker)। এই স্পিকার থেকে পাওয়া যাবে ‘পাওয়ারফুল বাস’ ও ‘রুম-ফিলিং সাউন্ড’। ১৪ জুলাই থেকে ‘এসআরএস-এক্সভি৮০০’ পাওয়া যাবে সকল সোনি রিটেল স্টোর (সোনি সেন্টার ও সোনি এক্সক্লুসিভ), www.ShopatSC.com পোর্টাল, মেজর ইলেক্ট্রনিক স্টোর্স ও অন্যান্য ই-কমার্স ওয়েবসাইট থেকে। ৪৯৯৯০ টাকার বেস্ট বাই প্রাইসে ‘এসআরএস-এক্সভি৮০০’ ক্রয় করা যাবে।

‘এসআরএস-এক্সভি৮০০’-তে রয়েছে পাওয়ারফুল বাস, ওমনি-ডিরেকশনাল পার্টি সাউন্ড ও এক্স-ব্যালান্সড স্পিকার ইউনিট। নতুন ‘এসআরএস-এক্সভি৮০০’ সোনি মিউজিক সেন্টার ও ফিয়েস্টেবল অ্যাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

মাইগ্ল্যামের মনীশ মালহোত্রা মিনি লিপস্টিক সেট

দুর্গাপুর: মাইগ্ল্যাম লঞ্চ করল মনীশ মালহোত্রা মিনি লিপস্টিক সেটস। মেকআপ লাভারদের সংগ্রহের জন্য এই লিপস্টিক সেট অপরিহার্য। মনীশ মালহোত্রা মিনি লিপস্টিক সেটস পাওয়া যাচ্ছে এমআরপি ৭৯৯ টাকায়।

মনীশ মালহোত্রা মিনি লিপস্টিক ডুও পাওয়া যাচ্ছে চারটি চমকপ্রদ কালেকশনে: (১) ফিয়েস্টা হাই-শাইন মিনি লিপস্টিক ডুও, (২) আফটারপার্টি হাই-শাইন মিনি লিপস্টিক ডুও, (৩) সানডাউনার সফট ম্যাট মিনি লিপস্টিক ডুও, (৪) রেট্রো সফট ম্যাট মিনি লিপস্টিক ডুও। সব মনীশ মালহোত্রা মিনি লিপস্টিক সেটস তৈরি করা হয়েছে ভেগান, প্যারাবেন-ফ্রি, মিনারেল অয়েল-ফ্রি ও সিলিকন-ফ্রি প্রোডাক্ট হিসেবে। এটি পাওয়া যাচ্ছে প্রিমিয়াম কলার-ব্লক বক্সে, ফলে প্রিয়জনের জন্য উপহারের পক্ষেও এটি আদর্শস্থানীয়।

স্যামসাঙের প্রিমিয়াম এক্সপিরিয়েন্স স্টোর

খড়গপুর/শিলিগুড়ি: স্যামসাঙ ইন্ডিয়া তাদের একটি নতুন প্রিমিয়াম এক্সপিরিয়েন্স স্টোর উদ্বোধন করল লক্ষ্ণৌয়ের লুলু মলে। উত্তরপ্রদেশে স্যামসাঙের এই বৃহত্তম স্টোর থেকে গ্রাহকরা পাবেন নতুন টেকনোলজির অভিজ্ঞতা। লুলু মলে অবস্থিত স্টোরে নানারকম গ্যালাক্সি ওয়ার্কশপ হবে ‘লার্ন @ স্যামসাং’ কর্মসূচির অধীনে।

উদ্বোধনের প্রথম সপ্তাহে ২০,০০০ টাকা বা ততোধিক কেনাকাটায় গ্রাহকরা পাবেন আকর্ষণীয় ও সুনিশ্চিত উপহার, ২X লয়াল্টি পয়েন্ট ও ২,৯৯৯ টাকায় গ্যালাক্সি বাডস২। এছাড়াও অনেক সুবিধা দেওয়া হবে গ্রাহকদের। গ্রাহকরা এই স্টোর থেকে অনলাইনে অর্ডার দিয়ে বাড়িতে প্রোডাক্ট ডেলিভারি নিতে পারবেন।

শিলিগুড়িতে ব্লাড ক্যান্সার-জয়ীদের নিয়ে যশোদা হাসপাতালের সম্মেলন

শিলিগুড়ি: বিশ্ব ব্লাড ক্যান্সার মাস উদযাপনের জন্য শিলিগুড়িতে ব্লাড ক্যান্সারের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া মানুষদের নিয়ে একটি ব্লাড ক্যান্সার সারভাইভারস সামিটের আয়োজন করেছিলো যশোদা হাসপাতাল হায়দ্রাবাদ।

সম্মেলনে সিনিয়র হেমাটোলজিস্ট ও বিএমটি বিশেষজ্ঞ ডাঃ গণেশ জয়শেতওয়ার বলেন, ব্লাড ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হবে। ‘ব্লাড ক্যান্সার সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য এবং সফল চিকিৎসার পরে এই রোগীরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন’ এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়ার জন্যই যশোদা হাসপাতাল হায়দরাবাদ শিলিগুড়িতে ব্লাড ক্যান্সার সারভাইভার্স মিটের আয়োজন করেছে। এই সম্মেলনের লক্ষ্য হলো ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সহায়তা করতে মানুষকে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করা।

তিনি বলেন, ব্লাড ক্যান্সার, যা হেমাটোলজিক ক্যান্সার নামেও পরিচিত, এমন এক ধরনের ক্যান্সার যা রক্ত, অস্থি মজ্জা বা লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার এর অন্তর্গত, যেমন লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা এবং একাধিক মায়োলোমা। সবরকম ক্যান্সারের মধ্যে ব্লাড ক্যান্সারের ভাগ ৮.২% এবং প্রতিবছর ভারতে ১ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৫.৫টি ব্লাড ক্যান্সারের ঘটনা দেখা যায়। এই হিসেবে, প্রতি বছর প্রায় ৮০,০০০ নতুন ব্লাড ক্যান্সার নির্ণয় করা হচ্ছে এবং প্রতি ২০ সেকেন্ডে ভারতে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হচ্ছে।

ডাঃ গনেশ বলেন, এই বছরের বিশ্ব ব্লাড ক্যান্সার দিবসের থিম হল ‘আজকের রোগ নির্ণয়, আগামীর রোগ নির্মূলন’। ব্লাড ক্যান্সারের দ্রুত সনাক্তকরণ সম্পূর্ণ নিরাময়ের সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে। ডাঃ গণেশ জানান, বর্তমানে বেশিরভাগ ব্লাড ক্যান্সার আধুনিক কেমোথেরাপি, ইমিউনোথেরাপি, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইত্যাদির মতো উন্নত চিকিৎসার সাহায্যে নিরাময়যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, এইসব চিকিৎসাপদ্ধতি এখন আরও বেশি কার্যকর ও কম ক্ষতিকারক।

অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রেও অসাধারণ উন্নতি হয়েছে এবং এখন সব রোগীর ক্ষেত্রেই নিরাপদে ব্লাড ক্যান্সার নিরাময়ের জন্য এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্লাড ক্যান্সার থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা অনেক রোগী ও অনেক সফল বিএমটি রোগী শিলিগুড়িতে এই সারভাইভার মিটে যোগ দিয়েছিলেন। ডাঃ গণেশ যশোদা হাসপাতাল হায়দ্রাবাদ-এর হেমাটোলজি ও বিএমটি বিভাগের বেশ কিছু কৃতিত্বের উল্লেখ করেছেন। যেমন, (১) ভারতের প্রথম সফল ডাবল হ্যাপলো-আইডেন্টিক্যাল স্টেম সেল ট্রান্সপ্ল্যান্ট, (২) ৬৭ বছরে হ্যাপলো-আইডেন্টিক্যাল ট্রান্সপ্ল্যান্ট, (৩) বিশ্বের প্রথম একক আন্তর্জাতিক ডোনার স্টেম সেল ব্যবহার করা হয়েছে দুই ভাইয়ের বিএমটি-এর জন্য, (৪) প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে ভারতের প্রথম সফল এক্স ভিভো টি হ্যাপলো-আইডেন্টিক্যাল বিএমটি। তিনি জানান, যশোদা হাসপাতাল হায়দ্রাবাদ গত ৮ বছর ধরে ৩০০টিরও বেশি সফল অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপন করেছে। সর্বশেষে ডাঃ গণেশ বলেন, ব্লাড ক্যান্সারেই জীবনের ইতি নয়, এটি আসলে আশা ও নিরাময়ের এক নতুন যাত্রার সূচনা।

স্পার্ক মিন্ডা ৭৫০ কোটি টাকার ব্যাটারি চার্জার নির্মাণের অর্ডার পেয়েছে

কলকাতা: স্পার্ক মিন্ডা’র ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি মিন্ডা কর্পোরেশন লিমিটেড এক শীর্ষস্থানীয় ওইএম থেকে ইলেক্ট্রিক ভেহিকেলের জন্য ব্যাটারি চার্জার নির্মাণের বিশাল অর্ডার হস্তগত করেছে। এই উল্লেখযোগ্য অর্ডারের মূল্য ৭৫০ কোটি টাকা।

কোম্পানির এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর আকাশ মিন্ডা জানান, এই সম্মানজনক অর্ডার হল স্পার্ক মিন্ডার ইভি প্রোডাক্ট পোর্টফোলিও ও গ্রাহক-কেন্দ্রিক মনোভাবের স্বীকৃতি।

অর্ডারকৃত প্রোডাক্ট নির্মাণ করা হবে পুণেতে স্পার্ক মিন্ডার অত্যাধুনিক স্পার্ক মিন্ডা গ্রীন মোবিলিটি সিস্টেমস প্রাইভেট লিমিটেডের (মিন্ডা কর্পোরেশনের সম্পূর্ণ নিজস্ব সাবসিডিয়ারি) কারখানায়। বিগত অর্থবর্ষে প্রাপ্ত অর্ডারের প্রায় ২০% ছিল ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল। নতুন প্রোজেক্টের ফলে স্পার্ক মিন্ডার গ্রীন ও কানেক্টেড মোবিলিটির নেতৃত্ব আরও দৃঢ় হবে এবং অটোমোটিভ সেক্টরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে ইনোভেশন ও টেকনোলজিক্যাল এক্সেলেন্সের মাধ্যমে।

কিয়া ইন্ডিয়ার ১ মিলিয়ন ইউনিট প্রোডাকশন

শিলিগুড়ি: কিয়া ইন্ডিয়া এক মিলিয়ন ইউনিট গাড়ি তৈরির মাইলস্টোন স্পর্শ করল অনন্তপুরের কারখানায় প্রথম ‘নিউ সেল্টোস’ তৈরির মধ্য দিয়ে। ২০১৯ সালের অগাস্টে কিয়া ভারতের বাজারে প্রবেশ করেছিল সেল্টোস লঞ্চের মধ্য দিয়ে। তারপর সেল্টোস ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় এসইউভি ব্র্যান্ড হয়ে ওঠে মাত্র ৪৬ মাসের মধ্যে, আর ৫০০,০০০ ইউনিট বিক্রয়ের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলে। অনন্তপুরে কিয়ার অত্যাধুনিক কারখানায় এযাবৎ নির্মিত হয়েছে ৫৩২,৪৫০ ইউনিট সেল্টোস, ৩,৩২,৪৫০ ইউনিট সনেট, ১,২০,৫১৬ ইউনিট কারেন্স ও ১৪,৫৮৪ ইউনিট কার্নিভাল।

এক মিলিয়ন ইউনিট ভেহিকেল নির্মাণ উদযাপনের জন্য অনন্তপুরে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, যাদের মধ্যে ছিলেন মন্ত্রীসভার সদস্য বুজ্ঞানা রাজেন্দ্রনাথ রেড্ডি, গুদিবড়া অমরনাথ, সংসদ সদস্য গোরান্তলা মাধব ও পেনুকোন্ডা বিধানসভা সদস্য জি শঙ্করনারায়ণা।

বন্ধন ব্যাংকের রিটেল লোন বুকের বৃদ্ধি ৮৭%

নতুন দিল্লি: ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে বন্ধন ব্যাংক। এইসময়ে ব্যাংকের রিটেল লোন বুকে ৮৭% বৃদ্ধি ঘটেছে। টোটাল ডিপোজিটের ক্ষেত্রে ব্যাংকের রিটেল শেয়ার বর্তমানে ৭১%। এইসময়কালে টোটাল বিজনেস ইয়ার-অন-ইয়ার ভিত্তিতে ১১% বেড়ে ২.১১ লক্ষ-কোটি টাকা হয়েছে। দেশের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ৩৪টিতে ৬১৪০টি ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে বন্ধন ব্যাংক ৩.০৭ কোটি গ্রাহককে পরিষেবা দিয়ে চলেছে।

এফওয়াই২৪ - এর প্রথম অন্তিম ত্রৈমাসিকে ব্যাংকের ডিপোজিট বুক আগের বছরের ত্রৈমাসিকের থেকে ১৬% বেড়েছে। বর্তমানে টোটাল ডিপোজিট ১.০৮ লক্ষ-কোটি টাকা। ওভারঅল ডিপোজিট বুকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ও সেভিংস অ্যাকাউন্টের অনুপাত এখন ৩৬%। অ্যাডভান্সের ক্ষেত্রে বিগত বছরের থেকে ৭% বৃদ্ধি ঘটেছে। বর্তমানে টোটাল অ্যাডভান্সের পরিমাণ ১.০৩ লক্ষ-কোটি টাকা। ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেশিয়ো ১৯.৮%, যা প্রয়োজনের থেকে অনেক বেশি।

পূর্ব ও উত্তরপূর্ব ভারতে সীমাবদ্ধ না থেকে বন্ধন ব্যাংক অন্যান্য স্থানেও প্রসারিত হয়ে চলেছে। ব্যাংকের পোর্টফোলিওতে বৃদ্ধি ঘটছে এসএমই লোন, গোল্ড লোন, পার্সোনাল লোন, অটো লোন ইত্যাদির।

বাজাজ অ্যালায়েঞ্জ ত্রিপুরায় ‘লিড ইন্স্যুরার’

আগরতলা: ভারতের অন্যতম অগ্রণী প্রাইভেট লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বাজাজ অ্যালায়েঞ্জ লাইফ ইন্স্যুরেন্স-কে ত্রিপুরার জন্য লিড ইন্স্যুরার (লাইফ) হিসেবে মনোনীত করল ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (আইআরডিএআই)। এর উদ্দেশ্য বীমা সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও রাজ্যের আরও গভীরে প্রবেশ করা।

একটি স্টেট লেভেল ইন্স্যুরেন্স কমিটি (এসএলআইসি) তৈরি করা হয়েছে, যার কাজ শুরু হয়েছে আগরতলায় প্রথম বৈঠকের মধ্য দিয়ে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, আইআরডিএআই-এর মেম্বার (নন-লাইফ) থমাস দেভাসিয়া ও ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ আয়াজ, বাজাজ অ্যালায়েঞ্জ লাইফের চিফ কমপ্লায়েন্স অফিসার অনিল পিএম, আইসিআইসিআই লম্বার্ডের হেড (গভর্নমেন্ট বিজনেস গ্রুপ) মনীশ মিশ্র। বাজাজ অ্যালায়েঞ্জ লাইফ ও আইসিআইসিআই লম্বার্ড জেনারেল ইন্স্যুরেন্স একাধিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে স্টেট ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান বাস্তবায়িত করতে এবং বীমা সচেতনতা ও আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধির ব্যাপারে অগণী ভূমিকা গ্রহণ করবে। এছাড়া, বাজাজ অ্যালায়েঞ্জ লাইফ তাদের গ্রুপ সিএসআর ফান্ড থেকে ৩৪ লক্ষ টাকা অনুদান ঘোষণা করেছে ত্রিপুরায় ১২০ জনের ‘ক্লেফট কারেকশন সার্জারি’র জন্য।

ত্রিপুরার মুখ্যসচিব জিতেন্দ্রকুমার সিনহা আইআরডিএআই এবং অন্যান্য বীমা সংস্থা ত্রিপুরায় বীমা সচতনতা ও গ্রাহ্যতা বৃদ্ধির জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই উদ্যোগ শুধু মৃত্যু, অসুস্থতা বা অক্ষমতার বিরুদ্ধে আর্থিক সুরক্ষা দেবে তা নয়, এই উদ্যোগের ফলে আয়ের নিশ্চয়তা অর্জিত হবে, গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স স্কিমগুলির মাধ্যমে এমএসএমই-গুলি উপকৃত হবে এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে রাজ্যের সার্বিক উন্নতি হবে। আইআরডিএআই-এর মেম্বার (নন-লাইফ) থমাস দেভাসিয়া বলেন, স্টেট লেভেল ইন্স্যুরেন্স কর্মসূচি আইআরডিএআই-এর ‘ইন্স্যুরেন্স ফর অল বাই ২০৪৭’ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রাজ্য প্রশাসন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত লিড ইন্স্যুরার’দের নেতৃত্বে এই উদ্যোগের আওতায় অবীমাকৃতদের এনে তাদের বীমার সুরক্ষা প্রদান করা হবে।

বাজাজ অ্যালায়েঞ্জ লাইফের হেড (লিগাল, কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড এফপিইউ) অনিল পিএম ত্রিপুরায় স্টেট ইন্স্যুরেন্স প্ল্যানে লিড ইন্স্যুরার হিসেবে নিযুক্ত হতে পারা তাদের পক্ষে গর্বের বিষয়। স্টেট লেভেল ইন্স্যুরেন্স কমিটি শুধু সচেতনতার প্রচার করা নয়, ‘পলিসি-লেভেল ইন্টারভেনশন’ বাস্তবায়িতও করবে।

বাজাজ অ্যালায়েঞ্জ লাইফ ও আইসিআইসিআই লম্বার্ড জেনারেল ইন্স্যুরেন্স আরও কিছু উদ্যোগ নিতে চলেছে, যেমন বীমার গুরুত্ব অবহিতকরণের জন্য বিভিন্ন স্তরে ‘ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম’ সংগঠিত করা।

স্যামসাঙের 'সল্ভ ফর টুমরো' প্রতিযোগিতার টপ-টেন

শিলিগুড়ি: স্যামসাঙ ইন্ডিয়া তাদের জাতীয়স্তরের শিক্ষা ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা 'সল্ভ ফর টুমরো'র টপ-টেন টিমগুলির নাম ঘোষণা করল। সেরা দশটি টিম এগিয়ে আসতে পেরেছে তাদের প্রকৃত সমস্যাবলীর বাস্তবসম্মত সমাধানের চিন্তাভাবনা নিয়ে।

প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বছরে স্যামসাঙ ইন্ডিয়া 'ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি' মন্ত্রকের স্টার্ট-আপ হাব, ফাউন্ডেশন ফর ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজি ট্রান্সফার (এফআইটিটি), আইআইটি দিল্লি'র সঙ্গে সহযোগিতার বন্ধন গড়ে তুলেছে।

'সল্ভ ফর টুমরো ২০২৩'এর টপ-১০ টিমগুলিকে আইআইটি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক বুটক্যাম্প থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে। টিমগুলিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বেঙ্গালুরুতে স্যামসাঙ ইন্ডিয়া অফিস, আরঅ্যান্ডডি সেন্টার, ডিজাইন সেন্টার ও স্যামসাঙ অপেরা হাউসে। ওইসব স্থানে তাদের সঙ্গে মিলিত হন স্যামসাঙ কর্মী ও গবেষকগণ। প্রত্যেক টিমকে ২০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে যাতে তারা প্রাথমিক প্রোটোটাইপ তৈরি করতে পারে এবং পরে তাদের পরিকল্পনা স্যামসাঙ কর্মীদের এক জুরিমন্ডলীতে পেশ করতে পারে। প্রত্যেক টিম মেম্বারকে দেওয়া হয়েছে একটি স্যামসাঙ গ্যালাক্সি বুক৩ প্রো ৩৬০ ল্যাপটপ ও গ্যালাক্সি বাডস২ প্রো, আর সেইসঙ্গে বুটক্যাম্পে অংশগ্রহণের একটি সার্টিফিকেট।

পরবর্তী ১২ সপ্তাহে টপ-১০ টিমগুলি চূড়ান্ত পরীক্ষার লক্ষ্যে তাদের প্রোটোটাইপ উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে অক্টোবর ২০২৩-এ, এক বিশিষ্ট জুরিমন্ডলীর সম্মুখে। এজন্য টিমগুলিকে অতিরিক্ত ১০০,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে, তারসঙ্গে মেন্টরিং সাপোর্ট দেবেন স্যামসাঙ কর্মী ও আইআইটি দিল্লির এক্সপার্টগণ। তারা হাতেকলমে শেখাবেন টেক, ডিজাইন, মার্কেটিং ও পলিসি। বাৎসরিক এই কর্মসূচি সমাপ্ত হবে তিনজন ন্যাশনাল উইনার-এর নাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে। তারা ১.৫ কোটি টাকা প্রাইজ মানি জিতে নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

২০১০ সালে ইউনাইটেড স্টেটসে লঞ্চ হয়েছিল যে 'সল্ভ ফর টুমরো', তা এখন বিশ্বের ৬৩টি দেশে চালু রয়েছে এবং এতে এযাবৎ সারাবিশ্বের ২.৩ মিলিয়ন তরুণ অংশগ্রহণ করেছেন।

ব্লেন্ডার্স প্রাইড রিজার্ভ কালেকশন – দ্য মোস্ট প্রিমিয়াম ইন্ডিয়ান হুইস্কি

শিলিগুড়ি: সিগ্রামস ব্লেন্ডার্স প্রাইড রিজার্ভ কালেকশন হল 'দ্য মোস্ট প্রিমিয়াম ইন্ডিয়ান হুইস্কি', যা জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩-এর মধ্যে ১ মিলিয়ন কেসেরও বেশি বিক্রয় হয়েছে। এটা এক উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন। নিজস্ব প্রাইস সেগমেন্টে প্রথম ব্র্যান্ড যা ইন্ডিয়ান হুইস্কি ক্যাটাগরিতে এক মিলিয়ন কেসেরও বেশি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উচ্চস্থান দখল করতে পেরেছে এবং এই ক্যাটাগরিতে তৃতীয় বৃহত্তম ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে।

প্রিমিয়ামাইজেশন ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে ও নিজস্ব প্রাইস সেগমেন্টে ব্লেন্ডার্স প্রাইড রিজার্ভ কালেকশন একটি হলমার্ক। ব্লেন্ডার্স প্রাইড পোর্টফোলিওতে এই হুইস্কি ১১% স্থানের অধিকারী। সিগ্রামসের ১৫০ বছরেরও বেশি দক্ষতার ফলে সৃষ্ট ব্লেন্ডার্স প্রাইড রিজার্ভ কালেকশন তৈরি করা হয় 'চয়েসেস্ট রিজার্ভ স্কচ মল্ট' দ্বারা যার স্রষ্টা বিখ্যাত মাস্টার ব্লেন্ডার কেভিন বামফর্থ। বাছাই করা ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান কাস্কে স্কচ মল্টকে ম্যাচিয়োর করিয়ে এই হুইস্কির স্মুথ ফ্লেভার আনা হয়। আর এর ফলে গ্রাহকরা পান ফাইনেস্ট ইন্ডিয়ান হুইস্কির স্বাদ।

জেইই অ্যাডভান্সড পরীক্ষায় ফিটজী শিক্ষার্থীদের সাফল্য

শিলিগুড়ি: দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত জেইই অ্যাডভান্সড ২০২৩ (JEE Advanced 2023) পরীক্ষায় ফিটজী'র (FIITJEE) ছাত্রছাত্রীরা নজরকাড়া সাফল্য পেয়েছে। এই পরীক্ষার ফলাফল শুধু পরীক্ষার্থীদের সাফল্যের পরিচায়ক নয়, এর পেছনে রয়েছে ফিটজী'র স্ট্রেস-ফ্রী ও ইউনিক শিক্ষণপ্রণালী। এইকারণে বছরের পর বছর ফিটজী'র ছাত্রছাত্রীরা চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করে চলেছে আইআইটি-জেইই/ জেইই অ্যাডভান্সড পরীক্ষায়।

ফিটজী'র ক্লাসরুম প্রোগ্রামের ছাত্রছাত্রীরা জেইই অ্যাডভান্সড ২০২৩ পরীক্ষায় প্রথম ১০-এর মধ্যে ৩টি স্থান অধিকার করেছে এবং সেরা ১০০'র মধ্যে ৩২টি স্থান পেয়েছে। সবমিলিয়ে ফিটজী'র ছাত্রছাত্রীরা 'অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক'-এ সর্বক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছে এবং সেরা ১০-এ ৩টি ও সেরা ১০০'তে ৩৭টি স্থান দখল করেছে। ফিটজীর স্ট্রেস-ফ্রী ও ট্রান্সফর্মেটিভ এডুকেশন অ্যাপ্রোচের কারণে ছাত্রছাত্রীরা অসাধারন সাফল্যের মুখ দেখতে সক্ষম হয়েছে এবং জেইই অ্যাডভান্সড-এর মতো কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে ফের সফলতা অর্জন করেছে। এছাড়া, ফিটজী'র ৩ জন ছাত্রছাত্রী 'আইআইটি-জেইই জোন টপার' এবং ছাত্রীদের মধ্যে ১ জন 'আইআইটি দিল্লি জোন টপার' হয়েছে।

ফিটজী গ্রুপের (FIITJEE Group) ডিরেক্টর আর এল ত্রিখা বলেছেন, তাদের ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য ফিটজী'র স্ট্রেস-ফ্রী অ্যাপ্রোচের কার্যকারিতার প্রমাণ। তাদের উদ্দেশ্য, তাদের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি নিশ্চিত করা।

ম্যাজিক্যাল মানগ্রোভস ফেজ-৪ ক্যাম্পেন

কলকাতা: ওয়ার্ল্ডওয়াইড ফান্ড ফর নেচার-ইন্ডিয়া-র (ডব্লিউডব্লিউএফ-ইন্ডিয়া) সঙ্গে যুগ্মভাবে গোদরেজ গ্রুপের ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি 'গোদরেজ অ্যান্ড বয়েস' তাদের 'ম্যাজিক্যাল ম্যানগ্রোভস' কনজার্ভেশন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেনের চতুর্থ পর্যায় শুরু করল। ২০২০ সালে লঞ্চ হওয়া এই ক্যাম্পেনের মাধ্যমে ২০০ জনেরও বেশি ভলান্টিয়ারকে (ম্যাজিক্যাল অ্যাম্বাসাডর) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যারা সাতটি সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্যের ২৭০০০-এরও অধিক বাসিন্দাকে সচেতনতার পাঠ দিয়েছেন। বিগত তিন বছরে সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হাজার হাজার দেশবাসীর কাছে পৌঁছে গেছে এই ক্যাম্পেনের বার্তা।

ম্যাজিক্যাল ম্যানগ্রোভস প্রোগ্রাম হল 'ডব্লিউডব্লিউএফ-ইন্ডিয়া' ও 'গোদরেজ অ্যান্ড বয়েস'-এর সম্মিলিত কর্মসূচি, যার মাধ্যমে মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়, তারা যেন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য সচেতনতা প্রসারে এগিয়ে আসেন, কারণ সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের অস্তিত্বের স্বার্থে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থ পর্যায়ের ক্যাম্পেনে যে সাতটি কোস্টাল স্টেটকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হল কেরালা, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট। কর্মসূচিতে তিনটি বিষয় প্রাধান্য পাবে – স্কিলিং, অ্যাওয়ারনেস ও অ্যাকশন। ৯০ জনেরও বেশি নতুন ব্যাচের ম্যানগ্রোভ অ্যাম্বাসাডরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তারা তথ্যসমৃদ্ধ অধিবেশনের মাধ্যমে ম্যানগ্রোভের গুরুত্ব সকলের সামনে তুলে ধরতে পারেন।

ম্যাজিক্যাল ম্যানগ্রোভস ক্যাম্পেনের চতুর্থ পর্যায়ের সাফল্য বিষয়ে আশা প্রকাশ করেছেন গোদরেজ অ্যান্ড বয়েসের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর জামশিদ গোদরেজ এবং ডব্লিউডব্লিউএফ-ইন্ডিয়া'র সিইও রবি সিং।

দশ হাজার পদে নিয়োগের সুযোগ দিচ্ছে 'ভি'

মুম্বই: ভারতের বৃহত্তম জব সার্চ প্লাটফর্ম 'আপনা'র সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর 'ভি' (Vi) তাদের গ্রাহকদের জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১০০০০-এরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়ে এসেছে 'ভি অ্যাপ'-এর 'ভি জবস অ্যান্ড এডুকেশন' প্লাটফর্মে।

এখন 'ভি' ব্যবহারকারীরা ম্যানুফ্যাকচারিং, সেলস, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, কাস্টমার সাপোর্ট, লজিস্টিক্স ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইউনাইটেড আরব এমিরেটস (ইউএই), জাপান, মালয়েশিয়া, রাশিয়া, জার্মানি, সাউথ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও ইউনাইটেড কিংডম-এর মতো দেশে কাজের জন্য আবেদন করতে পারবেন। যারা আবেদন করবেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে থাকতে হবে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি, আইটিআই সার্টিফিকেশন বা স্পেশালাইজড ডিপ্লোমা। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা ও ভারতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

'ভি' ও 'আপনা' এই উদ্যোগ নিয়েছে ভারতকে বিশ্বের 'স্কিল ক্যাপিটাল' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। 'ভি' গ্রাহকরা 'ভি ইন্টারন্যাশনাল জবস' সুবিধাটি পাবেন নিখরচায়। 'ভি' অ্যাপে 'ভি জবস' প্লাটফর্মের মাধ্যমে এই সুবিধা গ্রহণ করা যাবে।

গুয়াহাটিতে গোলটেবিল বৈঠক: মেগা অয়েল প্ল্যান্টেশন ড্রাইভ

আগরতলা: ন্যাশনাল মিশন অন এডিবল অয়েলস-অয়েল পাম-এর (এনএমইও-ওপি) আওতায় ভারত সরকার একটি 'মেগা অয়েল প্ল্যান্টেশন ড্রাইভ' শুরু করেছে ২৫ জুলাই থেকে ৫ অগাস্ট। এই উদ্যোগের প্রারম্ভে গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি গোলটেবিল বৈঠক। বৈঠকে অংশগ্রহণ করে গোদরেজ অ্যাগ্রোভেট লিমিটেড, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অয়েল পাম রিসার্চ, দ্য সলভেন্ট এক্সট্রাক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া এবং সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক। বৈঠকে আলোচনায় প্রাধান্য পায় উত্তরপূর্ব ভারতে পাম চাষের গুরুত্ব এবং এর দ্বারা কৃষকদের উপকৃত হওয়ার বিষয়টি।

২০২১ সালের অগাস্টে ভারত সরকার ন্যাশনাল মিশন অন এডিবল অয়েলস-অয়েল পাম (এনএমইও-ওপি) গঠন করে। অয়েল পাম থেকে ভোজ্য তেল উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য এনএমইও-ওপি হল একটি 'সেন্ট্রালি স্পনসর্ড স্কিম'। এর ব্যয় ভাগ হবে এইভাবে – সাধারন রাজ্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অংশ ৬০:৪০, উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিতে ৯০:১০ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে ১০০%।

পাম অয়েল আমদানির ক্ষেত্রে ভারত হল বিশ্বের বৃহত্তম দেশ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। এদেশে উৎপাদন হয় ৩০০০০০ টন এবং বর্তমানে আমদানি করা হয় ৭৫০০০০০ টন। অয়েল পাম নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অয়েল পাম রিসার্চ (আইআইওপিআর) একটি নোডাল বডি হিসেবে কাজ করে। গোদরেজ অ্যাগ্রোভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলরাম সিং যাদব বলেন, ভারতের পক্ষে এনএমইও-ওপি একটি সঠিক পদক্ষেপ। এটি গঠনের জন্য ও উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, অয়েল পামের ব্যবসায় তিন দশকের বেশি অভিজ্ঞতা তাদের বিভিন্ন উৎসের সন্ধান দেওয়া ছাড়াও কৃষকদের অয়েল পাম প্ল্যান্টেশনের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ প্রদানে সমর্থ করে তুলেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় তাদের সাফল্য এর প্রমাণ। উল্লেখ্য, এই অঞ্চলে অয়েল পাম প্ল্যান্টেশনে ২০০৬ সাল থেকে নিয়োজিত গোদরেজ অ্যাগ্রোভেট লিমিটেড হল একমাত্র কোম্পানি যারা ২০১৪ সাল থেকে মিজোরামে একটি মিল চালাচ্ছে। এছাড়া, কোম্পানি আসাম, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে অয়েল পাম চাষের উন্নয়নের ব্যাপারে মউ স্বাক্ষর করেছে এনএমইও-ওপি স্কিমের অধীনে।

দ্য সলভেন্ট এক্সট্রাক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. বি ভি মেহতা সাশ্রয়ী কুকিং অয়েল ও পুষ্টির উৎস হিসেবে পাম অয়েলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এর গুরুত্ব থাকলেও এদেশে চাহিদা ও সরবরাহে যথেষ্ট ফাঁক রয়েছে, ফলে বছরে বিভিন্ন রকমের ভোজ্য তেল প্রায় ১৪০ লক্ষ টন আমদানি করতে হয়।

আ ই সি এ আর - আ ই আইওপিআর'এর ডিরেক্টর ড. কে সুরেশ বলেন, বর্তমানে উত্তরপূর্বাঞ্চলে ৩৮৯৯২ হেক্টর জমিতে অয়েল পাম চাষ হয়। এটা আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। আইসিএআর-আইআইওপিআর উত্তরপূর্বাঞ্চলে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম, সীড গার্ডেন, প্ল্যান্টিং মেটেরিয়ালস, ডেমনস্ট্রেশন, ক্রিটিক্যাল ইনপুট সাপ্লাই, ইত্যাদির মাধ্যমে অয়েল পামের উন্নয়নে কাজ করে চলেছে।

সলিডারিডাড নেটওয়ার্কের ভেজ অয়েল প্রোগ্রাম হেড-ইন্ডিয়া ড. সুরেশ মোতওয়ানি বলেন, সমীক্ষায় দেখা গেছে পাম অয়েল হল একটি দীর্ঘস্থায়ী ফসল। সঠিকভাবে চেষ্টা করলে পরিবেশ ও সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে অয়েল পাম প্ল্যান্টেশন পাম অয়েলের চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে। ভারতে পাম অয়েল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন্ডিয়ান পাম অয়েল সাসটেইনাবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক (আইপিওএস) চালু করা হয়েছে, যা পাম অয়েল ইন্ডাস্ট্রিতে এক ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে এবং পরিবেশ, স্থানীয় মানব গোষ্ঠী ও দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

সুপার লিগে রেফারিকে নিগ্রহের অভিযোগ

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার জেলা ফুটবল লিগের সুপার লিগ পর্যায়ের প্রথম খেলাতেই রেফারিকে নিগ্রহের অভিযোগ উঠল হরিণচওড়া প্রভাতি ক্লাবের এক ফুটবলারের বিরুদ্ধে। গত ১৫ জুলাই কোচবিহার স্টেডিয়ামে কোতয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের মুখোমুখি হয়েছিল হরিণচওড়া প্রভাতি ক্লাব। এদিন প্রভাতির একটি গোল বাতিল করেন রেফারি। তারপরে মাঠ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এসময়ই রেফারিকে নিগ্রহের অভিযোগ ওঠে প্রভাতির ফুটবলার রোশন হোসেনের বিরুদ্ধে। তবে প্রভাতির তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে গোল রেফারি বাতিল করেন তাদের। দর্শক সহ প্রত্যেকেই দেখেছিলেন সেটা গোল হয়েছিল। কিন্তু রেফারির কাছে তা জানতে চাওয়া হলে প্রভাতির ফুটবলারদের সাথে রেফারির বচসা হয়। অন্যদিকে এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদকের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'প্রভাতির ফুটবলার রোশন হোসেন রেফারির গায়ে হাত তোলার জন্য তাকে দুই বছরের জন্য সংস্থার সব ধরনের ফুটবল থেকে নির্বাসন করা হয়েছে'।

চ্যাম্পিয়ন ইলেভেন স্টার

কোচবিহার: পারডুবি কালচারাল অ্যান্ড নিউ জুনিয়ার ক্লাব আয়োজিত ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মাথাভাঙ্গা ইলেভেন স্টার ক্লাব। রবিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ২-১ গোলে আয়োজকদের হারিয়েছে। পারডুবি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোল শূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা নির্বাচিত হয় জুনিয়ারের সুব্রত বর্মন। সেরা ডিফেন্ডার ইলেভেন স্টারের রানা দাস। সেরা গোলরক্ষক সেই দলেরই রোহিত তেলি।

চ্যাম্পিয়ন পর্ণা

নিজস্ব সংবাদদাতা: কলকাতায় অনুষ্ঠিত ৮৫তম রাজ্য জুনিয়ার ব্যাডমিন্টনে ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হল রায়গঞ্জের পর্ণা দত্ত। শুক্রবার অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে কলকাতার উজ্জয়িনী সোমকে সঙ্গী করে পর্ণা ২১-১১, ২১-১৭ পয়েন্টে উত্তর ২৪ পরগনার আয়ুষি মোদক দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিরিন চক্রবর্তীকে পরাজিত করে।

সেরা সোহম

শিলিগুড়ি: বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার তত্ত্বাবধানে উত্তরবঙ্গ টেবিল টেনিস সংস্থার পরিচালনায় স্টেজ ওয়ান প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব- ১৭ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন হল সোহম মুখোপাধ্যায়। ফাইনাল ৩-০ গেমে তিনি পরাজিত করেন রূপম সর্দারকে।

বেল্ট ও শংসাপত্রপ্রদান

পার্থ নিয়োগী: এমজেএন ক্লাব ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের ক্যারাটেকাদের বেল্ট ও শংসাপত্র ২৩ জুলাই দেওয়া হল। কোচবিহার স্টেডিয়ামে ক্লাবে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১০২ জন ক্যারাটেকার হাতে বেল্ট ও শংসাপত্রের পাশাপাশি চারাগাছ, মদনমোহনের প্রতিকৃতি তুলে দেন কোতয়ালির আইসি অমিতাভ দাস, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত, এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার দিব্যেন্দু দাস প্রমুখ। প্রশিক্ষক রাকেশ সরকার জানান, ২৯-৩০ জুলাই কলকাতার নেতাজি সুভাষ ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় এখান থেকে ১৭ জন অংশ নেবে। তাদেরও এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন ইয়ং স্টার

কোচবিহার: নিউ গ্রিন ইয়ং স্টার ক্লাবের ৮ দলীয় নকআউট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজকরা। রবিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে বাহান্নঘর স্পোর্টিং ক্লাব একাদশকে হারিয়েছে। পশ্চিম পারডুবি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোল শূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা বাহান্নঘরের সঞ্জীব রায়। প্রতিযোগিতার সেরা ইয়ং স্টারের সজল অধিকারী। সেরা গোলকিপার একই দলের বিশ্বজিৎ বর্মন।

মাথাভাঙার মুখোমুখি কুমারগঞ্জ

নিজস্ব সংবাদদাতা: সুব্রত কাপ ফুটবলের অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগের ফাইনালে উঠল কোচবিহারের মাথাভাঙা হাইস্কুল ফাইনালে তাদের মুখোমুখি দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ হাইস্কুল গত ২৬ জুলাই প্রথম সেমিফাইনালে মাথাভাঙা হাইস্কুল ৩-০ গোলে শিলিগুড়ি হাইস্কুলকে পরাজিত করে।

অন্য সেমিফাইনালে কুমারগঞ্জ হাইস্কুল একই ব্যবধানে দার্জিলিং সেন্ট রবার্টস হাইস্কুলকে হারায়।

চলে গেলেন শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী

পার্থ নিয়োগী: গত ২০ জুলাই কলকাতায় প্রয়াত হলেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রাক্তন সহ সভাপতি শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত গভীর শোক প্রকাশ করেছেন শিবপ্রসাদ বাবুর প্রয়াণে। ২১ জুলাই শিবপ্রসাদ চক্রবর্তীর স্মরণে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পতাকা অর্ধনিমিত রাখা হয়। দীর্ঘদিন ধরে কিডনির অসুখে অসুস্থ ছিলেন তিনি। স্ত্রী ও দুই পুত্রকে তিনি রেখে গেলেন।

কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগের সুপার লিগ খেলার ফলাফল

১৫ জুলাই- কোতয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব- ৩ প্রভাতি সংঘ- ১
১৬ জুলাই- ভানুদয়াল মিশন ফুটবল একাডেমি- ৬ মাথাভাঙা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ০
১৭ জুলাই- পাটাকুড়া রানিবাগান ক্লাব- ৪ চামটা নিউ সব্যসাচী ক্লাব- ৪
১৮ জুলাই- ভারতী সংঘ ক্লাব ও পাঠাগার- ৪ তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ৩
১৯ জুলাই- মাথাভাঙা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ৪ প্রভাতি ক্লাব- ০
২০ জুলাই- কোতয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব- ২ ভানুদয়াল মিশন ফুটবল একাডেমি- ০
২১ জুলাই- চামটা নিউ সব্যসাচী ক্লাব- ১ তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ৩
২৩ জুলাই- ভানুদয়াল মিশন ফুটবল একাডেমি- ৪ তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ২
২৪ জুলাই- মাথাভাঙা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ৪ পাটাকুড়া রানিবাগান ক্লাব- ২
২৫ জুলাই- চামটা নিউ সব্যসাচী ক্লাব- ৩ ভারতী সংঘ ক্লাব ও পাঠাগার- ২
২৬ জুলাই- মাথাভাঙা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ৩ তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ১

জেনকিন্সের প্রাক্তনীদের ফুটবল

(১৬ জুলাই এর খেলা)
ম্যাচ ১- ২০০৫ প্রাক্তনী- ৩ ২০০৭ প্রাক্তনী- ০
ম্যাচ ২- ২০০৯ প্রাক্তনী- ৩ ২০০৮ প্রাক্তনী- ০
ম্যাচ ৩- ১৯৯৯ প্রাক্তনী- ১ ২০০৩ প্রাক্তনী- ১
ম্যাচ ৪- ২০০১ প্রাক্তনী- ৩ সুপার সিনিয়র- ০
(১৮ জুলাই এর খেলা)
২০০৮ এর প্রাক্তনীরা নির্ধারিত সময় খেলতে না আসায় ২০১০ প্রাক্তনীদের ওয়াকওভার দেওয়া হয়।
(১৯ জুলাই এর খেলা)
১৯৯৭-৯৮ প্রাক্তনী- ২ ২০০৩ প্রাক্তনী- ১
(২০ জুলাই এর খেলা)
২০১১ প্রাক্তনী- ১ ২০০৫ প্রাক্তনী- ০
(২৩ জুলাই এর খেলা)
সিনিয়র প্রাক্তনী- ১ ২০২২ প্রাক্তনী- ১
(২৪ জুলাই এর খেলা)
২০০৯ এর প্রাক্তনীরা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে ১৯৯৭-৯৮ প্রাক্তনীদের পরাজিত করে
(২৫ জুলাই এর খেলা)
২০১১ প্রাক্তনী- ২ ২০০১ প্রাক্তনী- ০

যোগাসন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা: বাবলা যোগা ট্রেনিং সেন্টারের পরিচালনায় ও ন্যাচারাল ফিলিংস জুম্বা যোগা অ্যাকাডেমির সহযোগিতায়১৬ জুলাই প্রথম বর্ষ গোল্ড মেডেল যোগাসন ময়নাগুড়িতে অনুষ্ঠিত হল। এদিন আসরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ৩ থেকে ৮০ বছর বয়সী ১৯৫ জন প্রতিযোগী মোট ১৬টি বিভাগে অংশ নিয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন ২০২১

নিজস্ব সংবাদদাতা: রামভোলা হাইস্কুলের প্রাক্তনী 'রাম্ভোলিয়ান্স'-র দলীয় রামভোলা সুপার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল ২০২১ প্রাক্তনী। সোমবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে ২০২০ প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। রামভোলা হাইস্কুলের মাঠে গোল করেন ফাইনালের সেরা পুষ্কর পণ্ডিত। প্রতিযোগিতার সেরা ২০২০ প্রাক্তনীর কাজল বর্মন। সেরা গোলকিপার হন রণিত সাহা। সর্বাধিক গোল স্কোরার লোকনাথ মালাকার। সেরা ডিফেন্ডার সুকুমার দাস। প্রত্যেকেই ২০২১-র ফুটবলার। পুরস্কার তুলে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক গৌতম দেব, শিক্ষক মিঠুন বৈশ্য, সৌমিত্র পান্ডে প্রমুখ।

সেরা পাতিকলোনি

নিজস্ব সংবাদদাতা: ডেকোরেটার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থবেঙ্গলের সুধীরচন্দ্র দাস ও স্বপন দাস ট্রফি একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল পাতিকলোনি স্পোর্টিং ক্লাব। রবিবার রাতে একটিয়াশাল তিলেশ্বরী হাইস্কুল মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ২-১ গোলে সমরনগর মা মনসা ইলেকট্রিককে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতায় ১৬টি দল অংশ নিয়েছিল। দর্শকদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

সুপার লিগ শুরু হল তুফানগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা: তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবলের সুপার লিগের খেলা ২৫ জুলাই শুরু হল। এদিন ধলপল সিনিয়ার একাদশ ২-১ গোলে বলরামপুর একাদশকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে ধলপলের অজয় কার্জি ও ম্যাচের সেরা সত্যজিৎ হাঁসদা গোল করেন। বলরামপুরের একমাত্র গোলটি বিক্রম বর্মনের।

দিনহাটা সুপার লিগ শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা: দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগ কাম নকআউট ফুটবলে সোমবার সাতকুড়া একাদশ ২-০ গোলে ফকিরটারি একাদশকে হারিয়েছে। সংহতি ময়দানে জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা রাহুল আলি।

রাজকমল, অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা: সিএবি-র '০' লেভেল কোচিং কোর্সের জন্য মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ থেকে অভিষেক শিকদারের সঙ্গে রাজকমল প্রসাদের নাম পাঠানোহল। পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, অগাস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ইডেন গার্ডেন্সে কোচিং কোর্স করতে যাবেন এই দুইজন।

কোচবিহারের সেরা ভুরকুশ হাইস্কুক

কোচবিহার: জেলাস্তরের অনূর্ধ্ব-১৭ সুব্রত মুখোপাধ্যায় ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল তুফানগঞ্জের ভুরকুশ হাইস্কুল। শনিবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে দিনহাটার পেটলা নবিবস্ হাইস্কুলকে হারিয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে দেবাশিস ভকত জোড়া গোল করে। অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয় মেখলিগঞ্জের দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুল। তারা ২-০ গোলে কোচবিহারের আদর্শ হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোলদাতা সাগরিকা রায় ও অর্পিতা রায়। অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের ফুটবলে মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তারা ২-০ গোলে নাটাবাড়ি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও মালদায় ক্লাস্টার পর্যায়ে খেলবে বিজয়ীরা।

সুব্রত কাপ জেলা চ্যাম্পিয়ন মাথাভাঙ্গা স্কুল

নিজস্ব সংবাদদাতা: সুব্রত কাপ ফুটবলে ছেলেদের অনূর্ধ্ব- ১৪ বিভাগে কোচবিহার জেলা চ্যাম্পিয়ন হল মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল। ২২ জুলাই ফাইনালে তারা ২-০ গোলে তুফানগঞ্জের নাটাবাড়ি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে জোড়া গোল করে মাথাভাঙার নয়ন রায়ডাকুয়া।

স্বতাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96